Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 21-09-2026 22:39 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

নয়া জামানা

৩ আশ্বিন ।। ১৪৩৩।। সোমবার ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৫৯০ সংখ্যা ।। ৮ পাতা

ক্যানসার কেড়ে নিল প্রাণ, 'স্বয়ংসিদ্ধা' মিঠু মুখোপাধ্যায়ের জীবনাবসান

পোখরানে পরীক্ষায় পাশ অত্যাধুনিক স্বদেশী ড্রোন

ভারতীয় নাগরিকত্বের আগেই ভোটার তালিকায় নাম ! সোনিয়ার বিরুদ্ধে ফের মামলা

আফগানিস্তানে ফের বিমান হামলা ! সাধারণ নাগরিকদের বাড়িতে মুহুর্মুহু বোমা পাকিস্তানের

লেনিন-মার্কস অতীত, তৃণমূল আমলের বিশ্ব বাংলা সরণিরও নামবদল

মৎস্য উন্নয়নে কেন্দ্রের ৯ কোটি

রাজ্যের সঙ্গে সমন্বয়ের বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

নয়া জামানা কেন্দ্রীয় মৎস্যমন্ত্রী রাজীব রঞ্জন সিংয়ের সঙ্গে পর্যালোচনা বৈঠক করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।রাজ্যের মৎস্য ব্যবসায় সার্বিক উন্নয়নের জন্য ৯কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে কেন্দ্র।একইসঙ্গে বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ার মতো শুখা এলাকায় ছটি অমৃত সরোবর'-এর অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এই বৈঠকে বিগত তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে কেন্দ্রের সঙ্গে চূড়ান্ত অসহযোগিতার অভিযোগ তুললেন মুখ্যমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী দুজনেই।আগামী দিনে রাজ্যের মৎস্য পরিকাঠামোকে ঢেলে সাজাতে কেন্দ্রের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করার বার্তাও দেন শুভেন্দু।বৈঠক শেষে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বিগত সরকারের সমালোচনা করে বলেন,প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে ভারত সরকার যে সমস্ত স্কিমগুলি চালু করেছেন, তাতে অংশগ্রহণ করেনি বিগত সরকার অথবা অংশগ্রহণ করে থাকলেও পারফরম্যান্স খুব খারাপ ছিল।মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ,এর আগে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর পর্যালোচনা বৈঠকে একজন ডেপুটি ডিরেক্টর পদমর্যাদার অফিসার পাঠিয়ে দেওয়া হতো।সরকারের সর্বোচ্চ স্তরের বৈঠকে কোনও উপযুক্ত তথ্যই কেন্দ্রীয় সরকারকে দেওয়া হতো না। তবে, বর্তমান সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর গত চার মাসে মৎস্য দফতরে বড়সড় বদল এসেছে বলে দাবি করেন তিনি।শুভেন্দু জানান, ইতিমধ্যেই ডিজিটাল পোর্টালে কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সুবিধা পেতে ২লক্ষ ৮০হাজার মৎস্যজীবী আবেদন করেছেন এবং ১লক্ষ ২০ হাজার জনের রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হয়েছেএদিনের দীর্ঘ বৈঠকে সুন্দরবন-সহ বঙ্গোপসাগরীয় উপকূলবর্তী এলাকা থেকে শুরু করে দার্জিলিং, কালিম্পংয়ের মতো পাহাড়ি এলাকায় মাছ চাষ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।মৎস্যজীবীদের কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে ঋণ দেওয়া এবং প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনার আওতায় রাজ্যের অধিকাংশ মৎস্যজীবীকে আনার বিষয়েও রূপরেখা তৈরি হয়েছে।মুখ্যমন্ত্রী বলেন,নীতীশজি এবং আপনি যেমন বিহারে জঙ্গলরাজ শেষ করে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করেছেন।পশ্চিমবঙ্গে গত ৫০ বছর ধরে সেভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে শুধু বিরোধই করা হয়েছে, কোনও ভালো কাজ হয়নি।পশ্চিমবঙ্গকে নতুনভাবে দাঁড় করানোর জন্য আপনিও আমাকে পুরোপুরি সাহায্য করুন।কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজীব রঞ্জন সিং নিজেও তৃণমূল সরকারের অসহযোগিতার কথা তুলে ধরেন।তিনি জানান, বছর খানেক আগে তিনি যখন কলকাতায় এসেছিলেন, তখন রাজ্যের তরফে কোনও তথ্য তাঁকে দেওয়া হয়নি।তাঁর কথায়, আগের সরকার তো কিছুই করেনি।প্রধানমন্ত্রী নীল বিপ্লব বা মৎস্য সম্পদ যোজনার মতো প্রকল্প শুরু করলেও বাংলায় তা বাস্তবায়িত হয়নি।কারণ বাংলার যে আগের সরকার ছিল, তারা কোনও কাজ করতে চাইত না।মন্ত্রীর অভিযোগ,আগের সরকার হয়তো ভাবত যে মৎস্যজীবীরা স্বনির্ভর হয়ে গেলে, তারা আর ভোট দেবে না।তবে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে চার মাসে যে কাজ হয়েছে, তার ভূয়সী প্রশংসা করেন তিনি।রাজ্যে মাছ উৎপাদন ও রফতানি বৃদ্ধির বিপুল সম্ভাবনা দেখছে কেন্দ্র।কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর মতে, সুন্দরবন আগামী দিনে ব্ল্যাক টাইগার শ্রিম্প এবং মাড ক্র্যাবের অন্যতম হাব হয়ে উঠতে পারে।পাশাপাশি, পূর্ব মেদিনীপুর এবং দুই ২৪ পরগনার উপকূলবর্তী এলাকায় অ্যাকোয়াকালচার তৈরি করে রফতানি বাড়ানো সম্ভব।মৎস্যজীবীদের সুরক্ষায় আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারের কথাও জানান মন্ত্রী।গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে যাওয়া ট্রলারগুলিতে স্যাটেলাইট নিয়ন্ত্রিত ট্রান্সপন্ডার বসানো হচ্ছে।এর মাধ্যমে মৎস্যজীবীরা পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার পাশাপাশি খারাপ আবহাওয়ার অ্যালার্ট পাবেন।এমনকি সমুদ্রে কোথায় মাছ বেশি মিলবে, সেই গাইডেন্সও দেবে এই যন্ত্র।রাজ্যে ইতিমধ্যেই এই ট্রান্সপন্ডার দেওয়া শুরু হয়েছে।আগামী মাসে প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনা-২ লঞ্চ হতে চলেছে।সেখানে মূলত মাছের ভ্যালু এডিশন, প্রসেসিং, প্যাকেজিং ও কোল্ড চেইন সিস্টেম ডেভেলপ করার উপর জোর দেওয়া হবে।এই কাজে রাজ্য সরকারকে কেন্দ্র সবরকম সহযোগিতা করবে বলে আশ্বাস দেন মন্ত্রী।তিনি আশা প্রকাশ করেন, এই যৌথ প্রচেষ্টায় আগামী দিনে মাছ উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গ দেশের মধ্যে শীর্ষস্থান দখল করবে।

ফুটবলার প্রতীকে মমতা

নীল-সাদায় নতুন লোগো

প্রকাশ করল মমতা তৃণমূল

নয়া জামানা ঃ ২০২১-এর ভোটে নন্দীগ্রামে হুইলচেয়ারে বসে ফুটবল হাতে প্রচার করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাঁচ বছর পর সেই নন্দীগ্রাম এবং রেজিনগরের উপনির্বাচনের মুখে তাঁর দলের ভাগ্যে জুড়ল ফুটবলার প্রতীকই। দলের পুরনো জোড়াফুল প্রতীক নির্বাচন কমিশন ফ্রিজ করে দেওয়ার পর নতুন প্রতীক ও নাম নিয়েই ময়দানে নামছে কালীঘাট শিবির।ইতিমধ্যে প্রকাশ্যে এসেছে দলের নতুন লোগোও নীল জমিনে সাদা অক্ষরে লেখা মমতা অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস, মাঝে ফুটবলারের প্রতীক, আর গেরুয়া-সাদা-সবুজের ছোঁয়ায় জাতীয় পতাকার আভাস।আগামী ৬ অক্টোবর নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরে ভোট, গণনা ৯ অক্টোবর।

তার আগে বৃহস্পতিবার কমিশনের অন্তর্বর্তী নির্দেশে আটকে যায় দলের পুরনো নাম ও ঘাসফুল প্রতীকের ব্যবহার। শুক্রবার, ১৮ সেপ্টেম্বর সেই বিতর্কের নিষ্পত্তি করে কমিশন জানিয়ে দেয়,সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস নাম বা জোড়াফুল প্রতীক; কোনওটিরই আর অস্তিত্ব নেই। মমতার শিবির পেয়েছে নাম মমতা অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস ও প্রতীক ফুটবলার। অন্য দিকে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন শিবিরের নাম হয়েছে ডেমোক্র্যাটিক তৃণমূল কংগ্রেস, প্রতীক খাম। কমিশনে জমা দেওয়া পছন্দের তালিকায় মমতার দ্বিতীয় পছন্দ ছিল ব্যাট প্রতীক, তবে শেষ পর্যন্ত ফুটবলারেই সিলমোহর দেয় কমিশন।প্রতীক-বিভ্রাট মেটাতে দলের সব স্তরের নেতা-কর্মীকে নতুন লোগো চেনানোর নির্দেশ দিয়েছেন মমতা স্বয়ং। ইতিমধ্যে বহু মমতাপন্থী সাংসদ-বিধায়ক সমাজমাধ্যমে নতুন প্রতীকের ছবি প্রকাশ করেছেন। প্রসঙ্গত, গত বিধানসভা ভোটে হারের পরেই দলে ভাঙন শুরু হয় জয়ী ৮০ বিধায়কের মধ্যে ৬৫ জন নিজেদের আসল তৃণমূল দাবি করে পৃথক শিবির গড়েন, যার জেরেই দীর্ঘ নাম-প্রতীক বিবাদের সূত্রপাত।

স্বাস্থ্য প্রকল্প থেকে বাদ পড়া কর্মীদের সন্তানদের নয়া সুবিধা

স্বল্প খরচে মিলবে চিকিৎসা

নয়া জামানা,কলকাতা ঃ বয়সসীমা বা অন্যান্য যোগ্যতার শর্ত পূরণ না হওয়ায় ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ স্কিম থেকে বাদ পড়া সরকারি কর্মী ও পেনশনভোগীদের পুত্র-কন্যাদের জন্য স্বস্তির খবর দিল রাজ্যের অর্থ দপ্তর। নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ করলে তাঁরা এবার থেকে স্কিমের তালিকাভুক্ত হাসপাতালে সরকারি নির্ধারিত রেটেই চিকিৎসা করাতে পারবেন। যদিও চিকিৎসার সম্পূর্ণ খরচ তাঁদের নিজেদেরই বহন করতে হবে, তবে বাজারের তুলনায় অনেক কম খরচেই মিলবে সেই সুযোগ। নবান্ন সূত্রে খবর, ১ অক্টোবর থেকে এই নতুন শ্রেণিতে যুক্ত হওয়ার ব্যবস্থা চালু হচ্ছে।এতদিন সরকারি কর্মী বা পেনশনভোগীদের সন্তানেরা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ক্যাশলেস চিকিৎসার সুযোগ পেতেন, তবে তার জন্য নির্দিষ্ট বয়সসীমা ও শর্ত ছিল। ছেলেদের ক্ষেত্রে ২৫ বছর বয়স বা উপার্জন শুরু হওয়া পর্যন্ত সুবিধা মিলত, মেয়েদের ক্ষেত্রে অবিবাহিত থাকা পর্যন্ত কোনও বয়সসীমা ছিল না। বিয়ে বা উপার্জন শুরু হলে নাম বাদ যেত তালিকা থেকে, যদিও বিধবা বা বিবাহবিচ্ছিন্নারা শর্তসাপেক্ষে ফের যুক্ত হতে পারতেন। শারীরিক বা মানসিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে বয়সসীমা ছাড়াই আজীবন সুবিধা মিলত। সমস্যা হত দীর্ঘমেয়াদী বা জটিল রোগে আক্রান্তদের ক্ষেত্রে নাম বাদ গেলেই প্যানেলভুক্ত হাসপাতালে সস্তায় চিকিৎসার পথ বন্ধ হয়ে যেত, বাণিজ্যিক হারে চিকিৎসা করাতে গিয়ে বিপুল খরচ বহন করতে হত পরিবারকে।এই সমস্যা মাথায় রেখেই অর্থ দপ্তর নন পিকুনিয়ারি বেনিফিসিয়ারি বা অ-আর্থিক সুবিধাভোগী নামে নতুন একটি শ্রেণি চালু করেছে। এই শ্রেণিতে যুক্ত হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ক্যাশলেস সুবিধা বা রিএমব্রাশমেন্ট পাবেন না, তবে সরকারি রেটেই চিকিৎসা করাতে পারবেন, ফলে খরচ অনেকটাই কমবে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষও বাড়তি বিল বা বাণিজ্যিক হারে চার্জ করতে পারবে না। এই তালিকাভুক্তি সম্পূর্ণ ঐচ্ছিক এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মচারী বা পেনশনভোগীর নিজের অনুরোধের ভিত্তিতেই তা কার্যকর হবে।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 21-09-2026 22:39 Page 2

বাঙালিরা সবজান্তা দম্ভ নিয়ে বসে আছে ঃ মোনালি ঠাকুর

নিজস্ব ফ্যাশন ব্র্যান্ডের প্রদর্শনী এবং দুর্গাপুজোর গানের গল্প নিয়ে একান্ত আড্ডায় মোনালি ঠাকুর।

সুরের সঙ্গে সুতোর যোগসূত্র রয়েছে?

(হেসে) সংগীত শিল্পী আর কারুশিল্পীরা সৃজনশীল কাজ করছেন। সুতরাং সুরের সঙ্গে সুতোর যোগসূত্র তো নিশ্চয়ই আছে।

বস্ত্র শিল্পে আপনার আগ্রহ কীভাবে?

হ্যান্ডলুম ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে আমার বরাবরের কৌতুহল। সে জন্যই আমরা (দিদি মেহুলের দিকে তাকিয়ে) 'ঠাকুরাইন' তৈরি করলাম।

'ঠাকুরাইন'-এর মূল বৈশিষ্ট্য কি?

এটি নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য তৈরি হ্যান্ডলুম ব্র্যান্ড। নিজে ঘুরে ঘুরে বাংলা সহ দেশের নিজস্ব সম্পদকে আমার ভাবনা অনুযায়ী একটা নতুন রূপ দিতে চাই। কলকাতার এক্সজিবিশনে আশা করি মানুষের ভালোবাসা পাব।

একটা রিয়ালিটি শো-তে খাটো পোশাক পরার জন্য সমালোচিতও হয়েছিলেন...

এইসব নিয়ে যাঁরা কথা বলেন তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিটা খুব নীচু।

পুজোয় নতুন গান আসছে?

কাজ চলছে। কিছুদিন আগে সিদ্ধান্ত হয়েছে পুজোয় কিছু একটা করব। সুর করছেন আকাশদীপ সেনগুপ্ত।

বাংলা গান এত কম কেন আপনার?

মাঝখানে বেশ কয়েকটা বছর অসুস্থতার জন্য চলে গেল। এখন আমি অনেকটাই সুস্থ। এর মধ্যে সামান্য সময়ের ব্যাবধানে বাবা, মাকে হারিয়েছি। ওই সময় যদি কিছু করতাম, হয়তো ঠিক মত করতে পারতাম না।

আজকের বাংলা বা হিন্দি কোনো রকম গানেরই স্থায়িত্ব নেই কেন?

(নিজের মোবাইল ফোনটা দেখিয়ে) এই ফোনের জন্য। কালচারাল সোয়াইপিং। আমরা বাঙালিরা একটা দম্ভ নিয়ে বসে আছি যে, আমরাই সব জানি। যেটা সমৃদ্ধি, ক্রিয়েটিভ ইন্ডাস্ট্রিকে রুখে দিয়েছে। যতদিন না এই সবজান্তা মানসিকতা থেকে বাঙালিরা বেরতে পারব, ততদিন তাকিয়ে তাকিয়ে দেখব মহারাষ্ট্র, মালায়লম সিনেমা বা সঙ্গীতের জগতের চমকপ্রদ উত্থান।

অভিনয় কি একদম ছেড়ে দিলেন?

এই তো সব আস্তে আস্তে আবার শুরু করছি।

অরিজিতের প্লে ব্যাক ছাড়ার সিদ্ধান্ত আপনি সমর্থন করেন?

অরিজিতের ইন্ডিপেন্ডেন্ট মিউজিক অসাধারণ। সিনেমায় গান না গাওয়া নিয়ে অবশ্য অরিজিতের সঙ্গে কোনো কথা হয়নি। আমার বিশ্বাস চমকে যাওয়ার মত কিছু দেবে বলেই সিনেমায় গান গাওয়াটা ছেড়ে দিয়েছে।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 21-09-2026 22:39 Page 3

ডেঙ্গি প্রচারে গিয়ে বিক্ষোভের মুখে পুরমন্ত্রী বেতন বৃদ্ধির দাবি স্বাস্থ্যকর্মীদের

নয়া জামানা,কলকাতাঃ ডেঙ্গি মোকাবিলায় প্রচারাভিযানে নেমে বিক্ষোভের মুখে পড়লেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। এদিন চিৎপুর এলাকায় ডেঙ্গি প্রতিরোধ সংক্রান্ত সচেতনতামূলক কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছিলেন তিনি।কর্মসূচি শেষে ফেরার পথে তাঁর গাড়ি ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখান কলকাতা পুরসভার অস্থায়ী স্বাস্থ্যকর্মীদের একাংশ। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে তাঁদের বেতন বাড়েনি। পুরসভার স্বাস্থ্য পরিষেবা সংক্রান্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিয়মিত দায়িত্ব পালন করলেও তাঁরা দৈনিক মাত্র ৩০৩ টাকা পারিশ্রমিক পান, যা কাজের তুলনায় অপ্রতুল বলে দাবি তাঁদের। এই ক্ষোভ থেকেই মন্ত্রীর সামনে নিজেদের দাবিদাওয়া তুলে ধরেন তাঁরা।পরিস্থিতি সামলাতে গিয়ে মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল আশ্বাস দেন,স্বাস্থ্যকর্মীদের সমস্যার বিষয়টি

খতিয়ে দেখা হবে। তবে বেতন বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে রাজ্যের বর্তমান আর্থিক পরিস্থিতিও বিবেচনায় রাখতে হবে বলে জানান তিনি। এদিন মন্ত্রী বলেন, ওঁরা দিনে ৩০৩ টাকা পান। আমরা বেতন বৃদ্ধির চেষ্টা করব। কারও বেতন বন্ধ হয়নি। এই সরকারের আমলে কারও বেতন বন্ধ হবে না। বরং বাড়বে।একইসঙ্গে রাজ্যের কোষাগারের প্রকৃত অবস্থার কথাও তুলে ধরেন তিনি। তাঁর কথায়, আগের সরকারের রেখে যাওয়া ঋণের বোঝা সামলাতে গিয়ে বর্তমান সরকারকে একাধিক জনকল্যাণমূলক প্রকল্প চালাতে হচ্ছে, যার মধ্যে রাজ্যের মহিলাদের মাসিক তিন হাজার টাকা প্রদানের প্রকল্পও অন্যতম। সব দিক বিবেচনা করেই অস্থায়ী স্বাস্থ্যকর্মীদের বেতন বৃদ্ধির বিষয়ে যথাযথ সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে আশ্বাস দেন পুরমন্ত্রী।

মহুয়ার নিরাপত্তা নিয়ে মামলা

জরুরি শুনানির আবেদন খারিজ হাইকোর্টে

নয়া জামানা,কলকাতাঃ কৃষ্ণনগরের তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রকে ঘিরে হামলার অভিযোগের মামলায় জরুরি শুনানি করতে অস্বীকার করল কলকাতা হাইকোর্ট। সোমবার বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের এজলাসে মামলাটি শুনানির জন্য উল্লেখ করেন মহুয়ার আইনজীবী। তাঁর দাবি, নিজের লোকসভা এলাকায় যাওয়ার সময় সাংসদকে নিরাপত্তা দেওয়ার নির্দেশ আগেই দিয়েছিল আদালত। তা সত্ত্বেও হামলার অভিযোগ উঠেছে। তাই মামলাটি অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে শুনানির আবেদন জানান তিনি।তবে বিচারপতি জানান, এই বিষয়ে আদালত ইতিমধ্যেই নির্দেশ দিয়েছে। যা বলার, তা স্পষ্ট করে জানানো হয়েছে। ফলে মামলাটি জরুরি ভিত্তিতে শুনতে রাজি হয়নি আদালত।সম্প্রতি কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্রের তেহট্টের হাউলিয়া পার্ক মোড়ে দলীয় কার্যালয়ে কর্মী-বৈঠকে গিয়েছিলেন মহুয়া। অভিযোগ, তিনি সেখানে পৌঁছতেই একদল জনতা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। বৈঠক শেষে বাইরে বেরোনোর সময় তাঁকে লক্ষ্য করে কালো পতাকা দেখানো হয়। ওঠে গো ব্যাক স্লোগানও। এর মধ্যেই তাঁকে লক্ষ্য করে ডিম ছোড়া হয় বলে অভিযোগ।ঘটনার পর ক্ষোভ প্রকাশ

করেন মহুয়া। সামাজিক মাধ্যমে লাইভে এসে তাঁর অভিযোগ, বিক্ষোভকারীদের সামলানোর বদলে পুলিশ তাঁকেই জোর করে গাড়িতে তুলে ঘটনাস্থল থেকে সরিয়ে দেয়। পরে তেহট্ট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন তিনি।মহুয়ার অভিযোগ, আদালতের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও ঘটনার দিন কৃষ্ণনগর পুলিশ-প্রশাসন পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেনি। ঘটনার দিন গাড়ি থেকে দেওয়া ভিডিয়ো বার্তায় সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি দীপঙ্কর দত্তের পুরনো মন্তব্যের প্রসঙ্গও তোলেন তিনি। গত অগস্টে মহুয়ার একটি মামলায় বিচারপতি দত্ত মন্তব্য করেছিলেন, রাজনীতিতে এসে ডিম ছোড়ায় ভয় পাওয়ার কী আছে। সেই মন্তব্যের প্রেক্ষিতেই তেহট্টের ঘটনায় প্রতিক্রিয়া জানান সাংসদ।

পুজোর আগে চুরির প্যাটার্ন চিহ্নিত করে দুষ্কৃতী ধরার নির্দেশ লালবাজারের

নয়া জামানাঃ পুজোর আগে চুরির প্যাটার্ন চিহ্নিত করে দুষ্কৃতীদের ধরতে কলকাতা পুলিশের প্রতিটি থানা ও গোয়েন্দা বিভাগকে নির্দেশ দিল লালবাজার। কোন এলাকা থেকে আসা চোর কী পদ্ধতিতে অপরাধ করে শহর ছাড়ছে, সেই তথ্য বিশ্লেষণ করে তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যেতে বলা হয়েছে। একই সঙ্গে বাড়ির নতুন আয়া ও পরিচারক-পরিচারিকা নিয়োগের ক্ষেত্রেও বাসিন্দাদের সতর্ক করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।সম্প্রতি অপরাধদমন সংক্রান্ত বৈঠকে পুলিশকর্তারা জানান, শহরের বিভিন্ন এলাকায় ছিঁচকে চুরি-সহ নানা ধরনের অপরাধের অভিযোগ আসছে। উত্তর ও মধ্য কলকাতার কিছু এলাকায় মন্দিরে চুরির অভিযোগ রয়েছে। দক্ষিণ কলকাতা ও দক্ষিণ শহরতলিতে জানালার কাছে রাখা মোবাইল বা ল্যাপটপ হাতিয়ে নেওয়া, এমনকি রেনপাইপ বেয়ে তিন-চারতলা বাড়িতে উঠে বারান্দা বা ঘরে ঢোকার ঘটনাও ঘটেছে। দক্ষিণ কলকাতা ও বন্দর এলাকায় দরজার লক ভেঙে চুরির অভিযোগও মিলেছে। পুরনো সামগ্রী বিক্রেতা বা কাগজকুড়ানি সেজে চুরির ঘটনাও নজরে এসেছে পুলিশের।লালবাজারের নির্দেশ, প্রতিটি চুরির ঘটনা আলাদা ভাবে বিশ্লেষণ করে একই ধরনের অপরাধের মধ্যে মিল খুঁজতে হবে। চুরির সময়, এলাকা, পদ্ধতি-সহ বিভিন্ন তথ্য খতিয়ে দেখে নির্দিষ্ট প্যাটার্ন চিহ্নিত করতে হবে। প্রয়োজনে সিসিটিভি ফুটেজ ও মোবাইলের কল ডাম্প বিশ্লেষণ করে একই কায়দায় অপরাধ করা দুষ্কৃতীদের শনাক্ত করতে হবে। একই পদ্ধতিতে বাইক চুরিও নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা হবে।এদিকে, গত কয়েক মাসে আয়া ও পরিচারক-পরিচারিকাদের বিরুদ্ধে চুরির একাধিক অভিযোগ এসেছে। তাই আবাসনে বৈঠক করে বাসিন্দাদের সতর্ক করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

নতুন আয়া বা পরিচারক নিয়োগের পর কলকাতা পুলিশের বন্ধু অ্যাপ-এ তথ্য জানানোর পরামর্শও দেওয়া হচ্ছে।

আয়া সেন্টারগুলিকে পরিচয়পত্র সংগ্রহ ও যাচাইয়ের ব্যাপারেও সতর্ক করা হচ্ছে।পুলিশের লক্ষ্য, পুজোর ভিড় শুরুর আগেই চুরির ধরন অনুযায়ী নজরদারি জোরদার করা। প্যাটার্নের সঙ্গে যুক্ত দুষ্কৃতীদের শনাক্ত করে গ্রেফতার করা গেলে একই কায়দায় চুরির ঘটনাও কমানো সম্ভব বলে মনে করছেন পুলিশকর্তারা।

বদলে যাচ্ছে বিশ্ব বাংলা সরণির নাম

কলকাতার লেনিন সরণি, কার্ল মার্কস সরণির নাম এবার বদলে যাচ্ছে। রাজ্যের পালাবদলে তৃণমূল আমলে রাখা বিশ্ব বাংলা সরণির নামও বদল করা হচ্ছে। পার্ক সার্কাস সেভেন পয়েন্টের মতো গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার নাম দ্রুত বদলে যাচ্ছে। কলকাতা পুরভবনে নিজের নতুন অফিসে বসেই সোমবার একথা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন রাজ্য সরকারের রাস্তার নামকরণ ও নাম পরিবর্তন সংক্রান্ত কমিটির চেয়ারম্যান কার্তিক মহারাজ।

১৯৮৪ সালের ১৮ মার্চ গার্ডেনরিচে কুখ্যাত দুষ্কৃতীদের হাতে খুন হয়েছিলেন দুঁদে পুলিশ অফিসার ডিসি পোর্ট বিনোদ মেহতা। তাঁর স্মৃতিতেও বন্দর এলাকায় একটি রাস্তার নামকরণ হচ্ছে। রাজ্যে সরকার বদলের পর কলকাতার নানা রাস্তার নাম পরিবর্তন করতে স্বামী প্রদীপ্তানন্দ ওরফে কার্তিক মহারাজের নেতৃত্বে ১০ জনের কমিটি হয়েছে। কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব নিয়ে এদিন কলকাতা পুরসভায় এসেছিলেন কার্তিক মহারাজ। এদিন তিনি নতুন অফিসেই বসেছেন। সেখানেই এই রাস্তার নামবদলের বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। মনীষীদের নামেই ওইসব রাস্তার নাম রাখা হবে। সেই কথাও প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে। আগে প্রাক্তন মেয়র পারিষদ দেবব্রত মজুমদার ওই ঘর ব্যবহার করতেন। সেই ঘরটি সংস্কার করে গেরুয়া রং করা হয়েছে। ওই ঘরটিই এখন থেকে কার্তিক মহারাজ ব্যবহার করবেন। অক্টোবর থেকে অফিস চলবে।

নানা মহল থেকে ইতিমধ্যেই বহু রাস্তার নাম বদলের প্রস্তাব কমিটিতে এসেছে। কার্তিক মহারাজ বলেন, ‘‘সমস্ত বিতর্কিত ও পুরনো রাস্তার নামকরণ হবে ভারতের মহান মণীষীদের নামানুসারে ও ভারতের সনাতনী সংস্কৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে। একটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার নাম চৈতন্য মহাপ্রভুর স্মৃতিতে হচ্ছে। তবে লেনিন, মার্কসের নামে কোনও রাস্তা শহরে থাকবে না।’’ লেনিন ও মার্কসের নাম বদলের প্রস্তাবে তীব্র আপত্তি জানিয়েছে বামেরা।

কলকাতার রাস্তা থেকে মুছে যাবে লেনিন-মার্কসের নাম, সঙ্গে এঁদের কী সম্পর্ক বাংলার কার্তিক

নয়া জামানা,কলকাতাঃ কলকাতার একাধিক রাস্তার নাম বদলের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। রাজ্য সরকারের গঠিত ১০ সদস্যের রাস্তা, সেতু ও জনস্থান নামকরণ কমিটির চেয়ারম্যান স্বামী প্রদীপ্তানন্দ ওরফে কার্তিক মহারাজ সোমবার কলকাতা পুরসভায় কমিটির জন্য বরাদ্দ ঘরে কাজ শুরু করেন। সেখানেই তিনি জানান, লেনিন সরণি এবং কার্ল মার্কস সরণির নাম পরিবর্তনের প্রস্তাব বিবেচনায় রয়েছে। তাঁর বক্তব্য, বাংলা বা ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্ক বিবেচনা করেই নতুন নাম নির্ধারণ করা হবে।কমিটির কাছে ইতিমধ্যে বিভিন্ন রাস্তার নাম পরিবর্তনের একাধিক আবেদন এসেছে। কার্তিক মহারাজ জানান, এককভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে না। কমিটির সদস্যরা সপ্তাহে এক দিন বৈঠক করে প্রস্তাবগুলি আলোচনা করবেন। পরে সুপারিশ বিধানসভায় পাঠানো হবে। দুর্গাপুজোর পর কমিটির প্রথম বৈঠক হওয়ার কথা।তিনি আরও জানান, বিশ্ব বাংলা সরণির নাম পরিবর্তনের প্রস্তাব রয়েছে। চৈতন্য মহাপ্রভুর নামে ওই রাস্তার নামকরণের কথা ভাবা হচ্ছে। বিপ্লবী, সাধু-সন্ন্যাসী এবং ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বদের নাম নতুন নামকরণে গুরুত্ব পাবে বলেও জানান তিনি। প্রফুল্ল চাকি ও ক্ষুদিরাম বসুর নামও বিবেচনায় রয়েছে।লেনিন ও মার্কসের নাম বদলের প্রস্তাব ঘিরে বিরোধিতা করেছে বামেরা। সিপিআই(এম) নেতা কলতান দাশগুপ্তের অভিযোগ, ইতিহাসবিদ বা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বদলে রাজনৈতিকভাবে ঘনিষ্ঠদের নিয়ে কমিটি তৈরি হওয়ায় এমন সিদ্ধান্তের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। তাঁর দাবি, মার্কস ও লেনিন বিশ্বজুড়ে শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব।তৃণমূল বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ও জানান, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তিদের নামে থাকা রাস্তার নাম পরিবর্তন করা উচিত নয়।

হাওড়া জেলার বাগনান আদর্শ বালিকা বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বাগনান চেস অ্যাক্সেস-এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল অনূর্ধ্ব ১৭ ও অনূর্ধ্ব ৯ এক ফ্রেন্ডশিপ কাপ দাবাগিরি। এদিন বিভিন্ন জেলা থেকে ৯৬ জন প্রতিযোগী এই খেলায় অংশগ্রহণ করেন।

তথ্য ও ছবি-সন্দীপ মজুমদার

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 21-09-2026 22:39 Page 4

সম্পাদকীয়

২১ সেপ্টেম্বর ২০২৬ ।। সোমবার

আপেল যাবে রেল পথে !

কাশ্মীরের পাহাড়ে আপেল পাকে।বাগানে রঙ ধরে। কৃষকের চোখে স্বপ্ন জাগে। তারপর সেই স্বপ্নের পরীক্ষা শুরু হয় রাস্তায়। কোথাও ধস, কোথাও যানজট, কোথাও জাতীয় সড়ক বন্ধ।ট্রাক দাঁড়িয়ে থাকে। সময় গড়ায়। আর সময়ের সঙ্গে নষ্ট হতে থাকে চাষির পরিশ্রম, পুঁজি, প্রত্যাশা।প্রশ্নটা তাই খুব সোজা যে দেশে রেল ছুটে যায় এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে সেখানে কাশ্মীরের আপেল কেন এখনও রাস্তার অনিশ্চয়তার কাছে এতটা অসহায়?২০২৫ সালে কাশ্মীরে প্রায় ২২.১৫ লক্ষ মেট্রিক টন আপেল উৎপাদন হয়েছিল। তার মধ্যে প্রায় ১৪ লক্ষ মেট্রিক টন আপেল গিয়েছিল উপত্যকার বাইরে। অথচ রেলে পরিবহণ হয়েছিল প্রায় ২৫ হাজার টন।বিপুল উৎপাদনের পাশে এই সংখ্যা যেন সমুদ্রের সামনে এক ফোঁটা জল।অথচ রেল হতে পারে কাশ্মীরের ফলচাষির বড় ভরসা। তুলনামূলক কম খরচে দীর্ঘ দূরত্বে বিপুল পরিমাণ পণ্য পাঠানো যায়।সড়কপথের ধস, যানজট কিংবা দীর্ঘ বন্ধের সময়ে রেল হতে পারে কার্যকর বিকল্প।কিন্তু সেই বিকল্পকে এখনও প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট শক্তিশালী করা যায়নি।সমস্যা শুধু রেলের সংখ্যা নয়, ব্যবস্থারও।চাষি ও ব্যবসায়ীদের অভিযোগ,রেলে আপেল পাঠানোর পথে একাধিকবার ওঠানো-নামানোর প্রয়োজন পড়ে।একটি ফলের বাক্স যতবার হাতবদল হবে তত বাড়বে সময়, শ্রম এবং ক্ষতির আশঙ্কা। ফলে কাগজে-কলমে রেল সস্তা হলেও বাস্তবে যদি অতিরিক্ত লজিস্টিক খরচ যোগ হয় তাহলে চাষি আবার ট্রাকের দিকেই ফিরবেন।এই জায়গাতেই প্রশাসনের পরীক্ষা।রেললাইন থাকলেই রেল-ব্যবস্থা হয় না।রেলের সঙ্গে বাজারকে জুড়তে হয়।কাশ্মীরের উৎপাদনকেন্দ্র থেকে রেল টার্মিনাল, সেখান থেকে দেশের বড় ফলের বাজার পুরো ব্যবস্থাকে করতে হবে দ্রুত, সরল এবং নির্ভরযোগ্য।দিল্লি বা একটি-দুটি গন্তব্যে সীমাবদ্ধ না থেকে দেশের আরও বড় বাজারের সঙ্গে কার্যকর রেল-সংযোগ তৈরি করতে হবে। প্রয়োজন ফল পরিবহণের জন্য পর্যাপ্ত ওয়াগন, নির্দিষ্ট সময়সূচি এবং দ্রুত লোডিং-আনলোডিংয়ের ব্যবস্থা।কারণ আপেল কোনও লোহার পাত নয় যে মাসের পর মাস পড়ে থাকবে।আপেলের সবচেয়ে বড় শত্রু সময়।একদিনের দেরি মানে গুণমানের ক্ষতি। গুণমানের ক্ষতি মানে দাম কমা। আর দাম কমা মানে কৃষকের ঘরে ক্ষতির হিসাব।কাশ্মীরের আপেলচাষির দুর্ভাবনা তাই শুধু পরিবহণের নয় এটা জীবিকার প্রশ্ন।সড়কপথের অনিশ্চয়তা এই প্রশ্নকে আরও তীব্র করেছে। শ্রীনগর-জম্মু জাতীয় সড়কে ধস নামলে বা যান চলাচল বন্ধ হলে দেশের বাজারে আপেল পৌঁছতে দেরি হয়।ট্রাক আটকে থাকে।পচন বাড়ে। বাজারের সময় ফুরিয়ে যায়।একটি কৃষিপ্রধান অর্থনীতির কাছে এর চেয়ে বড় পরিহাস আর কী হতে পারে-ফসল ফলেছে,বাজার আছে,ক্রেতা আছে শুধু পৌঁছনোর পথটাই অনিশ্চিত।তাই কাশ্মীরের আপেল পরিবহণে রেলকে 'বিকল্প' হিসেবে দেখার সময় শেষ। তাকে করতে হবে ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান স্তম্ভ।আর একটি বিষয় জরুরি চাষিদের জানাতে হবে, কীভাবে রেলে পণ্য পাঠানো যায়।এখনও বহু চাষি ও ব্যবসায়ী এই পরিষেবার সুযোগ ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত নন। প্রশাসন, রেল এবং ফলচাষি সংগঠনগুলিকে মাঠে নেমে সেই ব্যবধান মুছতে হবে।কাশ্মীরের বাগানে যখন আপেল পাকে, তখন শুধু ফল পাকে না-পাকে একটি পরিবারের বছরের আয়, সন্তানের পড়াশোনার টাকা, ঘরের ঋণ শোধের আশা, আগামী মরশুমের বিনিয়োগ।

সেই আপেল যদি রাস্তার ধারে আটকে থাকে তবে আটকে থাকে একটি পরিবারের ভবিষ্যৎও।তাই রেলকে আরও ওয়াগন দিতে হবে।

নজরুলবর্ষে সাংবাদিক নজরুল ফিরে দেখা

কানাই দাস, আসাম

রাণীগঞ্জের শিয়ারশোল রাজ হাইস্কুলের সেই দীঘল-আঁখি, একমাথা চুলের ক্লাস টেনের ফার্স্ট বয়টি একদিন কাউকে কিছু না বলে পল্টনে যোগ দিয়েছিল। সাল ১৯১৭। ৪৯ নম্বর বাঙালি রেজিমেন্টে তাঁর সৈনিকের জীবন শুরু হল । নাম কাজী নজরুল ইসলাম।

সৈনিক জীবন বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। যুদ্ধ শেষ হল। হাতে রইল না বন্দুক, কিন্তু উঠে এল অন্য এক অস্ত্র--কলম। বন্দুকের চেয়েও দুর্জয়, লক্ষ্যভেদী সেই কলমই পরবর্তীকালে হয়ে উঠল তাঁর প্রধান হাতিয়ার। হাবিলদার নজরুলকে হয়তো মানুষ ধীরে ধীরে ভুলে গেল, কিন্তু কবি ও সাংবাদিক নজরুল ক্রমশই জায়গা করে নিলেন মানুষের হৃদয়ে।নজরুলবর্ষে, তাঁর ৫০তম মৃত্যুবার্ষিকীর আবহে কবি নজরুলকে আমরা যথেষ্ট স্মরণ করছি। বাংলাদেশ সহ ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায়। গান, কবিতা, বিদ্রোহ, প্রেম; নজরুলের এই পরিচিত পরিসরের বাইরে তাঁর আর একটি পরিচয় নতুন করে মনে করা দরকার। তিনি ছিলেন এক নির্ভীক সাংবাদিক। তাঁর সাংবাদিকতা ছিল নিছক পেশা নয়, ছিল অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর, মানুষের কথা বলার এবং জনমত গড়ে তোলার এক শক্তিশালী মাধ্যম। তাঁরই হাতের বিভিন্ন পত্রপত্রিকা ।

নবযুগ কলম যখন জনতার কণ্ঠস্বর--

স্বাধীনতা, খেটে খাওয়া কৃষক-শ্রমিকের সমস্যা এবং তাঁদের দাবিদাওয়া মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে একটি দৈনিক সংবাদপত্রের প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন নজরুল ও মুজফ্‌ফর আহমদ। তাঁদের ধারণা ছিল, দেশের জনমত সংগঠিত করার ক্ষেত্রে সংবাদপত্রের মতো শক্তিশালী হাতিয়ার আর নেই।এই ভাবনা থেকেই ১৯২০ সালের ১২ জুলাই প্রকাশিত হল নবযুগ। এ.কে. ফজলুল হকের সহযোগিতায় গড়ে ওঠা এই পত্রিকা শুরু থেকেই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ও প্রগতিশীল চিন্তার প্রকাশ ঘটায়। পত্রিকাটি হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছনোর চেষ্টা করেছিল। আর সেখানেই নজরুলের সাংবাদিকসত্তার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়;সাম্প্রদায়িক পরিচয়ের ঊর্ধ্বে উঠে মানুষের কথা বলা।'ডায়ারের স্মৃতিস্তম্ভ'-এর মতো লেখায় তিনি ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। 'ধর্মঘট'-এ উঠে এসেছে শ্রমিক-কৃষকের শোষণ, অভাব ও সংগ্রামের কথা। যে সময় শ্রমজীবী মানুষের জীবন সংবাদপত্রের পাতায় খুব বেশি গুরুত্ব পেত না, নবযুগ সেই অনালোচিত জগতের দিকে পাঠকের দৃষ্টি ফেরানোর চেষ্টা করেছিল।নজরুলের ভাষাও ছিল তাঁর শক্তি। কঠিন রাজনৈতিক বক্তব্যকে তিনি সাধারণ মানুষের বোধগম্য করে তুলতে পারতেন। গ্রামবাংলার প্রবাদ, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস কিংবা রবীন্দ্রনাথের পঙ্‌ক্তি;সবকিছুকেই তিনি নিজের লেখায় স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করতেন। ফলে

রাণীগঞ্জের শিয়ারশোল রাজ হাইস্কুলের সেই দীঘল-আঁখি, একমাথা চুলের ক্লাস টেনের ফার্স্ট বয়টি একদিন কাউকে কিছু না বলে পল্টনে যোগ দিয়েছিল। সাল ১৯১৭। ৪৯ নম্বর বাঙালি রেজিমেন্টে তাঁর সৈনিকের জীবন শুরু হল । নাম কাজী নজরুল ইসলাম।

সংবাদপত্রের লেখা কেবল পড়ার বিষয় থাকত না, অনেক সময় তা মানুষের মুখে মুখে পথের পাঁচালী মতো ফিরত।

ধূমকেতু কলম যখন অস্ত্র হয়ে ওঠে--

কিন্তু নজরুলের সাংবাদিকতার সবচেয়ে উজ্জ্বল অধ্যায় সম্ভবত ধূমকেতু। ১৯২২ সালের ১২ আগস্ট তাঁর সম্পাদনায় পত্রিকাটির আত্মপ্রকাশ। প্রতিশ্রুতি ছিল;'হপ্তায় দুবার দেখা দেব'। সেই পত্রিকা অল্পদিনের মধ্যেই তরুণ সমাজের মধ্যে অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।সময়টাও ছিল অস্থির। অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহারের পর দেশের রাজনৈতিক পরিবেশে হতাশা নেমে এসেছিল। সেই সময় তরুণদের মনকে আবার জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন নজরুল। তাঁর ভাষায় ছিল উত্তাপ, সাহস এবং সরাসরি কথা বলার ক্ষমতা। ধূমকেতু-র পাতায় নজরুল লিখলেন;ঞ্ধূমকেতু ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা চায়।দ আজ বাক্যটি সহজ মনে হতে পারে, কিন্তু সেই সময়ে এর রাজনৈতিক তাৎপর্য ছিল গভীর। তখনও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিকে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করেনি। সেই পরিস্থিতিতে সংবাদপত্রের পাতায় দাঁড়িয়ে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি উচ্চারণ করা ছিল নিঃসন্দেহে সাহসের পরিচয়।নজরুলের সাংবাদিকতার এই বৈশিষ্ট্যটি বিশেষভাবে মনে রাখার মতো---তিনি সময়ের জনপ্রিয় মতের পিছনে হাঁটেননি , বরং নিজের বিবেক ও বিশ্বাস থেকে নানা ধরনের প্রশ্ন তুলেছেন।

স্বাভাবিকভাবেই ঔপনিবেশিক সরকার তাঁর প্রতি সদয় ছিল না। ধূমকেতু-তে 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতা প্রকাশিত হওয়ার পর নজরুল গ্রেপ্তার হলেন। বিচারে এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হল। আদালতে তাঁর দেওয়া বক্তব্য পরে 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' নামে তা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল । কারাগারেও প্রতিবাদ থামেনি। দীর্ঘ অনশন তাঁর সংগ্রামী সাংবাদিকসত্তাকে আরও স্পষ্ট করে তুলেছিল। একজন সম্পাদক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে কারাবরণ করছেন--ভারতীয় সাংবাদিকতার ইতিহাসে এই দৃশ্য আজও তাৎপর্যপূর্ণ।

লাঙল থেকে গণবাণী -জনজাগরণের স্বর--

নজরুলের সাংবাদিকতার পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় লাঙল। ১৯২৫ সালের ২৫ ডিসেম্বর পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। কৃষক ও শ্রমিকের জীবন, তাঁদের শোষণ এবং সামাজিক অবস্থানকে সংবাদপত্রের আলোচনার কেন্দ্রে নিয়ে আসাই ছিল এর অন্যতম উদ্দেশ্য।

এই সময় নজরুলের রাজনৈতিক ভাবনাতেও পরিবর্তন ঘটছিল। মুজফ্‌ফর আহমদের গ্রেপ্তার, কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্র মামলা এবং শ্রমিক-কৃষকের সংগঠিত আন্দোলন তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। কবি-সাংবাদিকের পরিচয়ের সঙ্গে যুক্ত হল রাজনৈতিক কর্মীর পরিচয়ও।পরবর্তীকালে লাঙল-এর ধারাবাহিকতায় প্রকাশিত হল গণবাণী। কৃষক-শ্রমিকের দাবি, সাম্যবাদী চিন্তা এবং শোষিত লাঞ্ছিত অবহেলিত সর্বহারা মানুষের কথা সেখানে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল। নজরুলের লেখা শুধু রাজনৈতিক মত প্রকাশ করত না, মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করারও চেষ্টা করত।সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধেও তাঁর কলম ছিল সরব। 'মন্দিরে মসজিদে'-র মতো লেখায় তিনি ধর্মের নামে মানুষের বিভাজনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর বক্তব্যের কেন্দ্রে ছিল মানুষ;মন্দির বা মসজিদের পরিচয়ের আগে মানুষ।

সময়ের চোখে সাংবাদিক নজরুল--

নজরুলের সময়ের সংবাদপত্র আর আজকের সংবাদমাধ্যম এক নয়। প্রযুক্তি বদলেছে, সংবাদ পরিবেশনের গতি বদলেছে, পাঠকের অভ্যাস বদলেছে। কিন্তু সাংবাদিকতার মৌলিক প্রশ্নগুলি কি খুব বদলেছে?ক্ষমতার সামনে সত্য বলা, শ্রমজীবী মানুষের কথা তুলে ধরা, সাম্প্রদায়িক বিভাজনের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো, সাধারণ মানুষের ভাষায় কথা বলা--এই প্রশ্নগুলি এখনও প্রাসঙ্গিক। সেই কারণেই সাংবাদিক নজরুলকে ফিরে দেখা নিছক অতীতচর্চা নয়।নজরুলের সাংবাদিকতার বিশেষত্ব ছিল তাঁর নির্ভীকতা। তবে সেই নির্ভীকতা কেবল উচ্চকণ্ঠ প্রতিবাদে সীমাবদ্ধ ছিল না। তাঁর লেখায় ছিল মানুষের প্রতি গভীর সংবেদনশীলতা। তিনি জানতেন, সংবাদপত্রের পাতায় লেখা কয়েকটি শব্দ কখনও কখনও একজন সাধারণ মানুষের মনে প্রশ্ন জাগাতে পারে, আবার একটি সমাজকেও নাড়িয়ে দিতে পারে।কবি নজরুল আমাদের পরিচিত। 'বিদ্রোহী' নজরুল আমাদের হৃদয়ে স্থায়ী। প্রেমের নজরুল, গানের নজরুল, সাম্যের নজরুল--সব পরিচয়ই আমাদের চেনা। কিন্তু সাংবাদিক নজরুলকে হয়তো আমরা কিছুটা আড়ালেই রেখেছি।নজরুলবর্ষে সেই আড়াল সরানোর সময় এসেছে।নবযুগ তাঁকে দিয়েছিল সাংবাদিকতার প্রথম বড় মঞ্চ। ধূমকেতু দিয়েছিল স্বাধীন কণ্ঠের বিস্ফোরণ। লাঙল ও গণবাণী তাঁকে নিয়ে গিয়েছিল কৃষক-শ্রমিক ও শোষিত মানুষের আরও কাছে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই তিনি সংবাদপত্রকে কেবল খবরের কাগজ হিসেবে দেখেননি , দেখেছিলেন জনজাগরণের হাতিয়ার হিসেবে।তাঁর কবিতার কলম যেমন বিদ্রোহের আগুন জ্বেলেছিল, সাংবাদিকতার কলম তেমনই সেই আগুনকে মানুষের বাস্তব জীবন, অধিকার ও সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত করেছিল।

তাই নজরুলকে শুধু কবি হিসেবে স্মরণ করলে তাঁর একটি বড় পরিচয় অনুচ্চারিত থেকে যায়। তিনি ছিলেন কবি, গীতিকার, সম্পাদক, সাংবাদিক এবং জনজাগরণের এক নির্ভীক কণ্ঠ।সময়ের স্রোত অনেক কিছু মুছে দেয়। কিন্তু যে কলম মানুষের হয়ে কথা বলে, অন্যায়ের সামনে প্রশ্ন তোলে এবং বিভাজনের মধ্যে মানুষকে খুঁজে নেয়-- তার কালি সহজে শুকিয়ে যায় না।

সেই কারণেই নজরুলবর্ষে কবি নজরুল ইসলামের পাশাপাশি সাংবাদিক নজরুল ইসলামও একবিংশ শতকের তৃতীয় দশকে সমানভাবে প্রাসঙ্গিক , তাঁর কলমের সেই প্রতিবাদ, জনমুখিতা ও মানবিকতার প্রবাহ আজও অব্যাহত।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 21-09-2026 22:39 Page 5

সর্বমঙ্গলা মন্দিরে পুজো দেবেন শুভেন্দু অধিকারী, তুঙ্গে প্রশাসনিক প্রস্তুতি

আমিনুর রহমান, নয়া জামানা, পূর্ব বর্ধমান ঃ চলতি সপ্তাহের শেষে, ২৫ সেপ্টেম্বর পূর্ব বর্ধমান জেলা সফরে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। প্রশাসনিক বৈঠকের পাশাপাশি এবার তিনি দর্শন করবেন বর্ধমান রাজাদের তৈরি প্রাচীন ও ঐতিহাসিক সর্বমঙ্গলা মন্দির। জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর, সফরসূচির ফাঁকে তিনি মন্দিরে উপস্থিত হয়ে মা সর্বমঙ্গলার পুজো দেবেন এবং রাজ্যবাসীর মঙ্গল কামনা করবেন। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর বর্ধমানে এটিই তাঁর প্রথম সফর এবং প্রশাসনিক মহলে খবর অনুযায়ী, কোনো তীর্থক্ষেত্রে তাঁর আগমনও এই প্রথম।মুখ্যমন্ত্রীর আগমনকে কেন্দ্র করে বর্ধমানের ভাতছালা ও মন্দির সংলগ্ন এলাকায় ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। গোটা এলাকা নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলার প্রস্তুতি নিচ্ছে পুলিশ প্রশাসন। ড্রোন ক্যামেরার সাহায্যে নজরদারি চালানোর পাশাপাশি যান চলাচল স্বাভাবিক রাখতে নির্দিষ্ট পার্কিং জোন চিহ্নিত করা হচ্ছে। মন্দির সংলগ্ন জীর্ণ রাস্তাগুলোও তড়িঘড়ি মেরামত করা হয়েছে।অন্যদিকে, মন্দির ট্রাস্ট কমিটির পক্ষ থেকেও মুখ্যমন্ত্রীকে স্বাগত জানানোর জোর প্রস্তুতি চলছে। ট্রাস্টের প্রতিনিধি সঞ্জয় ঘোষ জানান, ১৭০২ সালে রাজপরিবারের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এই মন্দিরের কষ্টিপাথরের মূর্তিটি প্রায় এক হাজার বছরের পুরনো। এমন এক প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী স্থানে মুখ্যমন্ত্রীর এই সফরকে একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত বলে মনে করছে ট্রাস্ট কর্তৃপক্ষ।নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী, ২৫ সেপ্টেম্বর দুপুর দেড়টা থেকে দুটোর মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী মন্দিরে পৌঁছাতে পারেন। সর্বমঙ্গলা দর্শনের পাশাপাশি তিনি পুলিশ লাইনে আয়োজিত প্রশাসনিক সভায় যোগ দেবেন এবং জেলার বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করবেন।

দাড়িভিটের দুই শহীদ ছাত্রের স্মরণে বাংলা ভাষা দিবস ঘোষণার দাবি এবিভিপির

সুজিত দত্ত, নয়া জামানা, পূর্ব বর্ধমান ঃ ২০১৮ সালের ২০ সেপ্টেম্বর উত্তর দিনাজপুরের দাড়িভিট হাই স্কুলে বাংলা শিক্ষক নিয়োগের দাবিতে আন্দোলনে প্রাণ হারান রাজেশ সরকার ও তাপস বর্মন। সেই ঘটনার স্মরণে ২০ সেপ্টেম্বরকে সরকারি ভাবে ‘পশ্চিমবঙ্গ বাংলা ভাষা দিবস’ হিসেবে ঘোষণার দাবি জানাল অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি)। সোমবার বর্ধমানের গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য প্রেস কর্নারে এক সাংবাদিক বৈঠকে এই প্রস্তাবের কথা জানান এবিভিপি নেতৃত্ব।গত ১৭ ও ১৮ সেপ্টেম্বর কল্যাণীতে অনুষ্ঠিত মধ্যবঙ্গ প্রদেশ কার্যকারিণী বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সংগঠনের পক্ষ থেকে দুই শহীদ ছাত্রের স্মারক নির্মাণ, ঘটনার নিরপেক্ষ ও দ্রুত বিচার নিশ্চিত করা এবং মাতৃভাষায় শিক্ষার অধিকার প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানানো হয়েছে। এর পাশাপাশি রাজ্যে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ প্রয়োগ, স্বচ্ছ নিয়োগপ্রক্রিয়া, ছাত্র সংসদ নির্বাচন চালু, ছাত্রীদের নিরাপত্তা এবং অনলাইন জুয়া ও সাইবার অপরাধ নিয়ন্ত্রণের দাবিও তুলে ধরা হয়। একই সঙ্গে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ‘বন্দে মাতরম্’ গাওয়ার সরকারি সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে সংগঠনটি।

নেশাগ্রস্ত অবস্থায় স্কুলে শিক্ষক, রায়গঞ্জে অভিভাবকদের পথঅবরোধ ও বিক্ষোভ

নয়া জামানা, রায়গঞ্জ ঃ নিয়মিত বিদ্যালয়ে না আসা এবং নেশাগ্রস্ত অবস্থায় থাকার অভিযোগে উত্তাল হয়ে উঠল রায়গঞ্জের বরুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বড়ুয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়। অভিযোগের তির শিক্ষক সুব্রত মুখার্জির বিরুদ্ধে। সোমবার সকালে ক্ষুব্ধ অভিভাবকেরা বিদ্যালয়ে তালা ঝুলিয়ে এবং সামনের রাস্তা অবরোধ করে জোরালো প্রতিবাদ জানান। ঘটনার জেরে অন্যান্য শিক্ষকদেরও ভেতরে ঢুকতে দেওয়া হয়নি।অভিভাবকদের দাবি, ২০২৩ সাল থেকেই উক্ত শিক্ষক অনিয়মিত। বিদ্যালয়ে এলেও তিনি শৌচালয়ে বসে মদ্যপান করেন বলে বিস্ফোরক অভিযোগ ওঠে। তাঁদের বক্তব্য, একজন শিক্ষকের এই রূপ আচরণে বিদ্যালয়ের পরিবেশ নষ্ট হওয়ার পাশাপাশি কচিকাঁচা পড়ুয়াদের ওপর মারাত্মক প্রভাব পড়ছে। পূর্বে জেলা শিক্ষা দপ্তর ও প্রশাসনে জানিয়েও কোনো লাভ না হওয়ায় বাধ্য হয়ে তাঁরা পথঅবরোধে নামেন। জয়শ্রী দাস নামে এক অভিভাবক অভিযুক্ত শিক্ষককে অবিলম্বে অন্যত্র বদলির দাবি জানান।ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক শুভজিৎ সাহা শিক্ষকের দীর্ঘ অনুপস্থিতির কথা স্বীকার করে বলেন, বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে জানানো হয়েছে। অভিভাবকেরা স্কুল বন্ধ করে দেওয়ায় পঠন-পাঠন ব্যাহত হচ্ছে, তাঁরা চান দ্রুত স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসুক।

জওহর নবোদয় বিদ্যালয়ের জন্য জমি হস্তান্তর সৈয়দপুরে

নয়া জামানা, পুরাতন মালদা ঃ মালদার সৈয়দপুরে গড়ে উঠতে চলেছে নতুন জওহর নবোদয় বিদ্যালয়। কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় সংগঠনের অধীনে পরিচালিত এই স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির নির্মাণের লক্ষ্যে সোমবার আনুষ্ঠানিকভাবে নির্ধারিত জমি হস্তান্তর প্রক্রিয়া সম্পন্ন হল। এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রশাসনিক প্রতিনিধিরা উপস্থিত থেকে প্রস্তাবিত শিক্ষা প্রকল্পের বাস্তবায়নে যৌথ পরিদর্শনের পর নথিপত্র আনুষ্ঠানিকভাবে তুলে দেন।দীর্ঘদিন ধরেই এই অঞ্চলে একটি উন্নত পরিকাঠামোর সরকারি আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপনের দাবি ছিল। অবশেষে জমি হস্তান্তরের মাধ্যমে সেই দীর্ঘ প্রতীক্ষিত প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়নের পথে আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল। সৈয়দপুরের এই নির্দিষ্ট জমিতে আধুনিক শ্রেণিকক্ষ, ছাত্রাবাস, খেলার মাঠ এবং গবেষণাগার সহ সমন্বিত এক শিক্ষা প্রাঙ্গণ গড়ে তোলা হবে।শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিকদের মতে, সৈয়দপুরে এই বিদ্যালয়টি গড়ে উঠলে পুরাতন মালদা সহ পুরো জেলার ছাত্রছাত্রীদের গুণগত মানের শিক্ষা লাভের সুযোগ এক ধাক্কায় অনেক বৃদ্ধি পাবে। বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকার মেধাবী প্রার্থীরা নিখরচায় মানসম্মত আবাসিক শিক্ষার সুযোগ লাভ করবে। দ্রুত অবকাঠামো নির্মাণের কাজ শুরু করার প্রস্তুতি নিচ্ছে সংশ্লিষ্ট দপ্তর।

অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের বকেয়া টাকার দাবিতে ময়নাগুড়ি বিডিও অফিসে বিক্ষোভ

রঞ্জন সাহা, নয়া জামানা, ময়নাগুড়ি ঃ অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের টাকা না পাওয়ার অভিযোগে সোমবার জলপাইগুড়ির ময়নাগুড়ি বিডিও অফিসে বিক্ষোভ দেখালেন এলাকার বহু মহিলা। দীর্ঘদিন ধরে প্রকল্পের টাকা না পাওয়ায় ক্ষোভ উগরে দিয়ে তারা দ্রুত বকেয়া মেটানোর দাবি জানান। পরিস্থিতি সামাল দিতে বিডিও অফিস চত্বরে পৌঁছায় ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ। বিক্ষোভকারীদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পুরো চত্বরে অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়।বিক্ষোভের খবর পেয়ে ময়নাগুড়ি ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক (বিডিও) সৌমেন দাস ঘটনাস্থলে এসে মহিলাদের সঙ্গে কথা বলেন এবং প্রকল্পের বর্তমান পরিস্থিতি বোঝানোর চেষ্টা করেন। তিনি জানান,

এলাকার বাসিন্দাদের যে কোনো অভিযোগ বা সমস্যার সমাধানের জন্য প্রতি মঙ্গলবার ও বৃহস্পতিবার বিডিও অফিসে শুনানি হয়। সেই নির্দিষ্ট দিনে এসে তারা যেন নিজেদের সমস্যার কথা জানান এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ নেন।তবে বিডিও-র আশ্বাসেও ক্ষোভ পুরোপুরি থামেনি। এক বিক্ষোভকারী মহিলা ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, ‘হয় আমাদের টাকা দিন, নতুবা ভোট ফেরত দিন।

সরকার মানুষের জন্য, পেটে লাথি মারার জন্য নয়।’ আন্দোলনকারী মহিলাদের এই কড়া বক্তব্য এবং স্লোগানকে কেন্দ্র করে সোমবার দিনভর ময়নাগুড়ি বিডিও অফিস চত্বরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ও উত্তেজনা বিরাজ করে।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 21-09-2026 22:39 Page 6

প্রতিকূলতা জয় করে রাজ্য তীরন্দাজিতে চ্যাম্পিয়ন অবন্তিকা, লক্ষ্য জাতীয় স্তর

অভিজিত চক্রবর্তী, নয়া জামানা, আলিপুরদুয়ার ঃ দারিদ্র্য ও নানা প্রতিকূলতাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে তীরন্দাজিতে আলিপুরদুয়ারের মুখ উজ্জ্বল করল রাইচেঙ্গা বিদ্যানিকেতন হাইস্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্রী অবন্তিকা কুজুর। সম্প্রতি ১৯ ও ২০ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত ৪৭তম স্টেট আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপে মেয়েদের অনূর্ধ্ব-১৭ বিভাগে সেরা হয়ে রাজ্য চ্যাম্পিয়ন হয়েছে সে। এই অসাধারণ সাফল্যের হাত ধরে অবন্তিকা এবার জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গকে প্রতিনিধিত্ব করার যোগ্যতা অর্জন করে নিয়েছে।এর আগেও অবন্তিকা নিজের প্রতিভা প্রমাণ করেছে। ২০২৫ সালের ২২ ও ২৩ সেপ্টেম্বর ঝাড়গ্রামে আয়োজিত রাজ্য স্কুল গেমসেও অনূর্ধ্ব-১৭ বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছিল সে। উল্লেখ্য, এইবারের প্রতিযোগিতায় তার বিদ্যানিকেতনেরই অষ্টম শ্রেণীর দুই খুদে পড়ুয়া অপ্সরা হাজারি ও রাঘব মাঝিও অংশ নিয়েছিল।কাদম্বিনী চা বাগান এলাকার বাসিন্দা অবন্তিকার

এই জয় যেন পারিবারিক ঐতিহ্যেরই এক স্বর্ণালী অধ্যায়। তাঁর বাবা দিলীপ কুজুর একসময় নিজে রাজ্যস্তরের সফল তীরন্দাজ ছিলেন। তবে চরম আর্থিক অনটনের মুখে পড়ে খেলার স্বপ্ন বিসর্জন দিয়ে সংসারের প্রয়োজনে কাজে নামতে হয় তাঁকে। বাবার সেই অধরা স্বপ্নকেই এখন বাস্তবে রূপ দিচ্ছে তাঁর সন্তানরা। অবন্তিকার দাদা অরূপ কুজুরও গত বছর ঝাড়গ্রামের রাজ্য স্কুল গেমসে অনূর্ধ্ব-১৯ বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। বর্তমানে সে ঝাড়গ্রামের একটি ক্রীড়া অ্যাকাডেমিতে তীরন্দাজির উচ্চতর প্রশিক্ষণ নিচ্ছে।বিদ্যালয়ের শারীরশিক্ষার শিক্ষক সুনীত টোপ্পো জানান, অবন্তিকার এই অর্জনে পুরো বিদ্যালয় গর্বিত। শত অভাবের মধ্যেও সে কখনো হার মানেনি। অপর শিক্ষিকা কৃষ্ণা বর্মনের মতে, অবন্তিকা প্রমাণ করেছে যে অদম্য ইচ্ছা থাকলে যেকোনো বাধা অতিক্রম করা সম্ভব। আগামীতে জাতীয় স্তরেও সে আলিপুরদুয়ার ও রাজ্যের নাম আরও উঁচুতে নিয়ে যাবে বলে আশাবাদী রাইচেঙ্গা বিদ্যানিকেতন কর্তৃপক্ষ।

আবাস তালিকায় স্বজনপোষণ ও টাকা নেওয়ার নালিশ, তদন্তের দাবিতে সরব গ্রামবাসী

নয়া জামানা, ইসলামপুর ঃ প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার সার্ভেকে কেন্দ্র করে ব্যাপক দুর্নীতি ও তোলাবাজির অভিযোগ উঠল ইসলামপুরে। এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয়ে বিচার ও তদন্তের দাবিতে ইসলামপুরের ব্লকে গিয়ে ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকের (বিডিও) কাছে লিখিত স্মারকলিপি জমা দিয়েছেন স্থানীয় বেশ কয়েকজন মহিলা।উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুরের পণ্ডিতপোতা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের গ্রহনডাঙা এলাকার বাসিন্দাদের মূল অভিযোগ, সার্ভে চলাকালীন উপভোক্তাদের কাছ থেকে মাথা পিছু এক হাজার টাকা করে আদায় করা হয়েছে। অভিযোগ উঠেছে, যারা এই টাকা দিয়েছেন কেবল তাঁদের নামই তালিকায় তোলা হয়েছে। এমনকি এলাকায় যাদের ইতিমধ্যেই পাকা বাড়ি

রয়েছে, এমন বিত্তশালী পরিবারকেও বেআইনিভাবে আবাস যোজনার ঘরে সুবিধা পাইয়ে দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, প্রকৃত গরিব ও দিন আনা দিন খাওয়া পরিবারগুলি সরকারি এই সুবিধা থেকে বঞ্চিত থেকে গেছেন।ক্ষুব্ধ মহিলাদের আরও দাবি, স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য পঙ্কজ দাসের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানেই এই সার্ভে পরিচালিত হয়েছিল এবং তিনি নিজেও এই তালিকায় স্থান পেয়েছেন। যদিও প্রশাসনিকভাবে এসব অভিযোগের সত্যতা এখনও যাচাই করা হয়নি। পুরো বিষয়টি খ তিয়ে দেখতে এবং অবিলম্বে পুনরায় নিরপেক্ষভাবে আবাস যোজনার সার্ভে করার জোরালো দাবি জানিয়েছেন আন্দোলনকারীরা। ঘটনার জেরে গোটা এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে।

গোপন কুঠুরিতে ট্রাঙ্কের ভেতরে বিপুল মাদক, বাঁকুড়ায় উদ্ধার আড়াই কুইন্টাল গাঁজা

রাখি গরাই, নয়া জামানা, বাঁকুড়া ঃ বাইরে থেকে ঝাঁ চকচকে পাকা বাড়ি, অথচ তার ভেতরে মাটির নিচে তৈরি গোপন কুঠুরিতে জমিয়ে রাখা ছিল বিপুল
পরিমাণ নিষিদ্ধ মাদক। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বাঁকুড়া জেলার মেজিয়া থানার গোপালগঞ্জ এলাকায় এক অতর্কিত অভিযান চালিয়ে এই গাঁজার সাম্রাজ্য গুঁড়িয়ে দিয়েছে পুলিশ।
বাঁকুড়া জেলা পুলিশের অ্যান্টি ক্রাইম সেল ও মেজিয়া থানার যৌথ অভিযানে উদ্ধার হয়েছে প্রায় ২ কুইন্টাল ৭৫ কেজি গাঁজা, যার আনুমানিক বাজারমূল্য কয়েক লক্ষ টাকা। তল্লাশি চালাতে গিয়ে পুলিশ

দেখতে পায়, মাটির নিচে বিশেষভাবে তৈরি গোপন চেম্বারে সারাবছরের হিসাব করে ট্রাঙ্ক ভর্তি করে রাখা হয়েছে কেজির পর কেজি গাঁজা।এই ঘটনায় বাড়ির মালিক মহাদেব কেওড়াকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। তবে পরিবারের অপর অভিযুক্ত সুনীল কেওড়া পলাতক রয়েছে। আটক মহাদেবকে বাঁকুড়া আদালতে পেশ করে জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে এই আন্তঃজেলা পাচার চক্রের মূল শিকড়ে পৌঁছানোর চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ। অপরাধীর খোঁজে এলাকা জুড়ে তল্লাশি জোরদার করা হয়েছে।

মালদা টাউন স্টেশনে হকার উচ্ছেদে সরব সাংসদ খগেন মুর্মু, পুনর্বাসনের দাবিতে সরগরম স্টেশন চত্বর

নয়া জামানা, মালদা ঃ মালদা টাউন স্টেশন চত্বর থেকে উচ্ছেদ হওয়া ১০-১২ জন হকারকে পুনর্বাসন দেওয়ার দাবিতে সরব হলেন উত্তর মালদার বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু। সোমবার স্টেশনের বাইরে দাঁড়িয়েই বিষয়টি নিয়ে পূর্ব রেলের মালদা ডিভিশনের ডিআরএমের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। দীর্ঘদিন ধরে ব্যবসা করে আসা হকারদের মানবিকতার খ াতিরে পুনরায় সেখানে বসার সুযোগ দেওয়ার জোর আবেদন জানান সাংসদ।তবে রেলের তরফে জানানো হয়েছে, আইন ও নিয়ম মেনেই গত ৪ মে ওই হকারদের উচ্ছেদ করা হয়েছে। ফলে বেআইনিভাবে তাদের ফের সেখানে বসার অনুমতি দেওয়া সম্ভব নয়। রেলের এই অবস্থানে ক্ষোভ প্রকাশ করেন খগেন মুর্মু। তিনি প্রশ্ন তোলেন, এত বছর ধরে যদি এই নিয়ম কার্যকর না হয়ে থাকে, তবে হঠাৎ ৪ মে কেন হকারদের

উচ্ছেদ করা হল? হকারদের পরিবারগুলোর জীবিকা সঙ্কটের কথা তুলে ধরে তিনি জানান, গত দু'মাস ধরে ডিআরএমের কাছে আবেদন জানানো সত্ত্বেও রেল স্রেফ আইনের অজুহাত দেখাচ্ছে।সমস্যার স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে এ বিষয়ে জেলাশাসকের সঙ্গেও কথা বলবেন বলে জানিয়েছেন সাংসদ। অন্যদিকে, সাংসদের এই ক্ষোভের মুখে ডিআরএমের পক্ষ থেকে এখ নও কোনও পৃথক মন্তব্য পাওয়া যায়নি। রুটিরুজি হারিয়ে দিশেহারা হকারদের ভবিষ্যৎ শেষ পর্যন্ত কী দাঁড়ায়, এখন সেদিকেই তাকিয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী মহল।

সাইবার প্রতারণা রুখতে বুনিয়াদপুরে পুলিশের বিশেষ সচেতনতা সভা

দিলীপকুমার তালুকদার, নয়া জামানা, বুনিয়াদপুর ঃ সাইবার প্রতারণার হাত থেকে সাধারণ মানুষকে বাঁচাতে পথে নামল দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বংশীহারী থানা। রবিবার সন্ধ্যায় বুনিয়াদপুর ট্রাফিক মোড়ে বংশীহারী থানার উদ্যোগে এক বিশেষ সচেতনতা সভার আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন বংশীহারী থানার আইসি স্বপন বিশ্বাস, ট্রাফিক ওসি বরুন সরকার, সাইবার ক্রাইম বিশেষজ্ঞ শুভম সাহা, বালুরঘাটের সাইবার ক্রাইম থানার আধিকারিক অরিন্দম দাস এবং সমাজসেবী ফণিভূষণ মাহাতো ও সঞ্জীব দাস।সভায় পুলিশের পক্ষ

থেকে সাইবার প্রতারকদের নিত্যনতুন কৌশল সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সতর্ক করা হয়। আইসি স্বপন বিশ্বাস জানান, প্রতারকরা নানা প্রলোভন দেখিয়ে ব্যাংক থেকে টাকা হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে। ইদানিং জেলা জুড়ে অনেকেই এই প্রতারণার শিকার হয়ে লাখ লাখ টাকা হারিয়েছেন। তাই পুলিশের অভিযান জোরদার করার পাশাপাশি জেলাজুড়ে বিভিন্ন সচেতনতা সভার আয়োজন করা হচ্ছে। পুলিশের পরামর্শ, অজান্তে অচেনা কারো প্রলোভন বা ফাঁদে না পড়ে সবাইকে সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে।

শালবনী জমি দুর্নীতি মামলায় নয়া মোড়, লিংক ম্যানকে নিয়ে সরেজমিনে তদন্ত

পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ শালবনি জমি দুর্নীতি মামলার তদন্তে আরও তৎপর হল সিআইডি। সিআইডি হেফাজতে থাকা অভিযুক্ত অমিত ঘোষকে সঙ্গে নিয়ে সোমবার শালবনির একাধিক এলাকায় সরেজমিনে তদন্ত চালালেন তদন্তকারী আধিকারিকরা। অভিযোগ রয়েছে, সরকারি খাস জমি ও জঙ্গল শ্রেণিভুক্ত জমিকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় রায়তি জমি হিসেবে নথিভুক্ত করে পরবর্তী সময়ে তা বিক্রির মাধ্যমে বিপুল আর্থিক অনিয়ম করা হয়েছে। সেই অভিযোগের তদন্তেই এদিন সংশ্লিষ্ট জমিগুলি চিহ্নিত করে খতিয়ে দেখেন সিআইডি আধিকারিকরা।সূত্রপাত জানা গিয়েছে, মহেশ্বরীপুর, আহমেদপুর, কালীচক, যোগেশ্বরপুর, সীতারামপুর এবং শালিকা-সহ একাধিক মৌজায় জমির নথি ও বাস্তব পরিস্থিতির মধ্যে কোনও অসঙ্গতি রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হয়। অমিত ঘোষকে সঙ্গে নিয়ে বিভিন্ন জমির দাগ নম্বর ধরে ধরে সংশ্লিষ্ট এলাকা পরিদর্শন করেন তদন্তকারীরা। জমির বর্তমান অবস্থান, ব্যবহার এবং নথিতে তার শ্রেণি;এই সমস্ত বিষয় মিলিয়ে দেখ া হয় বলে জানা গিয়েছে।অভিযোগ, সংশ্লিষ্ট এলাকায় কয়েকশো বিঘা জমির মালিকানা ও শ্রেণি পরিবর্তনকে কেন্দ্র করে দীর্ঘদিন ধরে অনিয়ম চলেছে। তদন্তকারীদের নজরে থাকা কিছু জমিতে বর্তমানে পেট্রোল পাম্প, হোটেল-সহ বিভিন্ন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে বলেও অভিযোগ উঠেছে।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 21-09-2026 22:39 Page 7

চার বছরে দেশে চিতার সংখ্যা ৫২ কুনো পেরিয়ে গান্ধী সাগরেও ঠিকানা

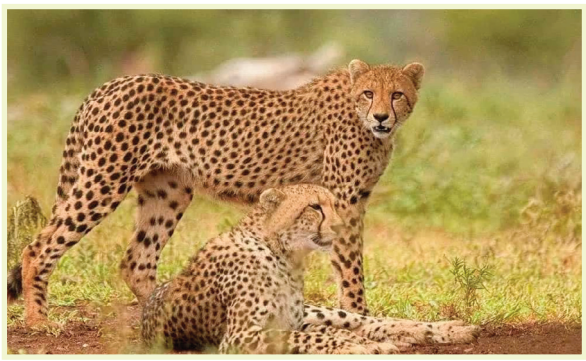

নয়া জামানা ঃ ১৯৫২ সালে ভারতে বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়েছিল চিতাকে। সাত দশক পরে আফ্রিকা থেকে আটটি চিতা এনে শুরু হয়েছিল তাদের ফিরিয়ে আনার অভিযান। চার বছর পর সেই প্রকল্পে দেশে চিতার সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৫২। এর মধ্যে ভারতের মাটিতে জন্মেছে ৩২টি। কুনো ন্যাশনাল পার্কের গণ্ডি পেরিয়ে এখন গান্ধী সাগর অভয়ারণ্যেও শুরু হয়েছে চিতা বসবাসের নতুন অধ্যায়।২০২২ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর নামিবিয়া থেকে আসা আটটি চিতাকে মধ্যপ্রদেশের কুনোয় বিশেষ এনক্লোজারে ছাড়া হয়েছিল। প্রথম দিকে লক্ষ্য ছিল নতুন পরিবেশে প্রাণীগুলির মানিয়ে নেওয়া, স্বাস্থ্য এবং আচরণ বোঝা। পরবর্তী সময়ে প্রকল্পের মূল ফোকাস হয়ে ওঠে প্রজনন এবং শাবকদের বেঁচে থাকা।চার বছরের পর্যালোচনায় দেখা যাচ্ছে, ভারতে জন্মানো ৩২টি চিতার মধ্যে ১৩টি শাবক এক বছরের বেশি সময় বেঁচে রয়েছে। শুধু নতুন প্রজন্মের জন্ম নয়, সেই শাবকদের বেড়ে ওঠা এবং প্রজননক্ষম চিতা তৈরি হওয়াকেও প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য হিসেবে দেখা হচ্ছে।বর্তমানে কুনোয় রয়েছে ৪৯টি চিতা। এর মধ্যে ১৭টি খোলা জঙ্গলে;১০টি পুরুষ এবং সাতটি মহিলা। বাকি ৩২টি রয়েছে সফট রিলিজ এনক্লোজারে। সেখানে পাঁচটি পুরুষ, আটটি মহিলা এবং এক বছরের কম বয়সি ১৯টি শাবক রয়েছে।প্রকল্পের তৃতীয় বছরে আরও একটি বড় পরিবর্তন আসে। ২০২৫ সালে কুনোর খোলা জঙ্গলে চিতা ছাড়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়। একাধিক জেলার বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে তাদের গতিবিধির উপর নজর রাখা হচ্ছে। অর্থাৎ, শুধু নির্দিষ্ট ঘেরাটোপে চিতা রাখা নয়, ধীরে ধীরে বন্য পরিবেশে তাদের স্বাভাবিক জীবনযাপনে অভ্যস্ত করার দিকে এগিয়েছে প্রকল্প।কুনোর বাইরে গান্ধী সাগর অভয়ারণ্যেও এখন তিনটি চিতা রয়েছে। এর ফলে দেশে চিতার জন্য দ্বিতীয় আবাসস্থল তৈরি হয়েছে।চিতার প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে শুধু একটি প্রাণীকে ফিরিয়ে আনার বিষয় জড়িত নয়। শিকারি প্রাণী হিসেবে চিতা হরিণ, চিঙ্কারা-সহ তৃণভোজী প্রাণীর সংখ্যা নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখে। খাদ্যশৃঙ্খলে এই ভারসাম্য বজায় থাকা জঙ্গলের সামগ্রিক পরিবেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।চার বছরে নামিবিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে আসা চিতার পাশাপাশি ভারতে জন্মানো নতুন প্রজন্মও প্রকল্পের পরিধি বাড়িয়েছে। ফেব্রুয়ারি মাসে বতসোয়ানা থেকে আরও নটি চিতা আনা হয়েছে।এখন লক্ষ্য শুধু সংখ্যা বাড়ানো নয়। উপযুক্ত নতুন আবাসস্থল তৈরি করে দীর্ঘমেয়াদে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে চিতার একটি স্থায়ী জনসংখ্যা গড়ে তোলাই পরবর্তী ধাপ। কুনো থেকে গান্ধী সাগর হয়ে সেই লক্ষ্যেই এগোচ্ছে প্রজেক্ট চিতা।

এসআইআরের জট কাটাতে ১২ বছর! সুপ্রিম কোর্টে হলফনামা কমিশনের

নয়া জামানা ঃ রাজ্যে ভোটার তালিকার নিবিড় পরিমার্জন বা এসআইআর পর্ব শেষ হলেও তার জট এখনও কাটেনি। এসআইআরে নাম বাদ পড়ার পর পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন করা বহু ব্যক্তির শুনানি এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। এই পরিস্থিতিতে সুপ্রিম কোর্টে হলফনামা দিয়ে নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, বর্তমান গতিতে অ্যাপলেট ট্রাইব্যুনালে শুনানি চললে সমস্ত আবেদনের নিষ্পত্তি করতে প্রায় ১২ বছর সময় লেগে যেতে পারে।কমিশনের হলফনামায় জানানো হয়েছে, বর্তমানে অ্যাপলেট ট্রাইব্যুনালের সংখ্যা ১৯। দ্রুত শুনানি শেষ করতে তা বাড়িয়ে ৪২ করার আবেদন করা হয়েছে। পাশাপাশি, জুডিশিয়াল অফিসারদের তাঁদের বাসভবন বা অন্য কোনও স্থান থেকে অনলাইনে শুনানি করার অনুমতি দেওয়ারও আবেদন জানিয়েছে কমিশন। সে ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার আপডেট করার নির্দেশ দেওয়ার কথাও বলা হয়েছে।কমিশনের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, এখনও পর্যন্ত ১,২৬,১৯৪টি আপিলের নিষ্পত্তি হয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ৯৩ শতাংশ ক্ষেত্রে আবেদনকারীরা জয়ী হয়েছেন এবং তাঁদের নাম ফের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অন্যদিকে, ৮,৬৪৯টি আবেদনে আবেদনকারীরা হেরে গিয়েছেন। তাঁদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হবে।হলফনামায় আরও জানানো হয়েছে, এসআইআর প্রক্রিয়ার পর পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ২৭ লক্ষ মানুষের নাম বাদ পড়েছিল। তাঁদের মধ্যে ২২ লক্ষ ২১ হাজার ১১৮ জন আপিল করেছেন। এছাড়া বেসরকারি আবেদনকারী এবং নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে নাম অন্তর্ভুক্তির বিরুদ্ধে দায়ের করা মোট আপিলের সংখ্যা ১৬,১০,৩১১। ফলে দ্রুত শুনানি শেষ করতে ট্রাইব্যুনালের সংখ্যা ও অনলাইন ব্যবস্থার উপরই জোর দিয়েছে কমিশন।

দুই স্তবকেই বন্দে মাতরম্ থামাল কংগ্রেস, বাকি অংশ গেয়ে প্রতিবাদ বিজেপির

নয়া জামানা ঃ কর্ণাটক বিধানসভায় বন্দে মাতরম্ ঘিরে সোমবার শুরু হল নতুন বিতর্ক। বিশেষ অধিবেশনের শুরুতে সরকারি নির্দেশ মেনে জাতীয় গানের প্রথম দুই স্তবক গাওয়ার পর থেমে যান শাসকদল কংগ্রেসের বিধায়কেরা। এর পরেই প্রতিবাদে সরব হয়ে বিজেপি বিধায়কেরা নিজেরাই গাইতে শুরু করেন গানের বাকি অংশ। একই ঘটনা ঘটে বিধান পরিষদেও।খরা পরিস্থিতি এবং পশ্চিমঘাট নিয়ে কস্তুরীরঙ্গন কমিটির সুপারিশ নিয়ে আলোচনার জন্য তিন দিনের বিশেষ অধিবেশন ডেকেছে কর্ণাটক সরকার। অধিবেশনের শুরুতে বন্দে মাতরম্ দুটি স্তবক গাওয়ার পর স্পিকার জিএস পাতিল শোকপ্রস্তাবের দিকে এগোতেই বিজেপি সদস্যেরা আপত্তি জানান। তাঁদের অভিযোগ, জাতীয় গান সম্পূর্ণ না গেয়ে থামিয়ে দেওয়া হয়েছে। এরপর তাঁরা বাকি স্তবকগুলি গাইতে শুরু করেন এবং সরকারের বিরুদ্ধে স্লোগান দেন।বিধান পরিষদেও প্রায় একই ছবি দেখা যায়। চেয়ারম্যান সালিম আহমেদ সংবিধানের প্রস্তাবনা পাঠ শুরু করলেও বিজেপি সদস্যেরা বন্দে মাতরম্-এর বাকি অংশ গেয়ে প্রতিবাদ জানান।সম্প্রতি কর্ণাটক সরকার নির্দেশ দিয়েছে, রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী বা রাজ্যপাল উপস্থিত না থাকলে সরকারি অনুষ্ঠানে বন্দে মাতরম্-এর প্রথম দুই স্তবকই গাওয়া হবে। অন্যদিকে, ২০২৬ সালের কেন্দ্রীয় নির্দেশিকায় ছয় স্তবকের সরকারি সংস্করণ ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে।এই দুই নির্দেশিকার ফারাক থেকেই বিতর্ক আরও তীব্র হয়েছে। কংগ্রেসের বক্তব্য, প্রথম দুই স্তবক ব্যবহারের সঙ্গে ১৯৩৭ সালের ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের যোগ রয়েছে। বিজেপির পাল্টা দাবি, জাতীয় গান সম্পূর্ণ গাওয়ার বিষয়ে কেন্দ্রের নির্দেশই মানা উচিত।

> কর্ণাটক বিধানসভায় বন্দে মাতরম্ ঘিরে সোমবার শুরু হল নতুন বিতর্ক। বিশেষ অধিবেশনের শুরুতে সরকারি নির্দেশ মেনে জাতীয় গানের প্রথম দুই স্তবক গাওয়ার পর থেমে যান শাসকদল কংগ্রেসের বিধায়কেরা।

এসআইআরের জট কাটাতে ১২ বছর! সুপ্রিম কোর্টে হলফনামা কমিশনের

নয়া জামানা ঃ রাজ্যে ভোটার তালিকার নিবিড় পরিমার্জন বা এসআইআর পর্ব শেষ হলেও তার জট এখনও কাটেনি। এসআইআরে নাম বাদ পড়ার পর পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন করা বহু ব্যক্তির শুনানি এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। এই পরিস্থিতিতে সুপ্রিম কোর্টে হলফনামা দিয়ে নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, বর্তমান গতিতে অ্যাপলেট ট্রাইব্যুনালে শুনানি চললে সমস্ত আবেদনের নিষ্পত্তি করতে প্রায় ১২ বছর সময় লেগে যেতে পারে।কমিশনের হলফনামায় জানানো হয়েছে, বর্তমানে অ্যাপলেট ট্রাইব্যুনালের সংখ্যা ১৯। দ্রুত শুনানি শেষ করতে তা বাড়িয়ে ৪২ করার আবেদন করা হয়েছে। পাশাপাশি, জুডিশিয়াল অফিসারদের তাঁদের বাসভবন বা অন্য কোনও স্থান থেকে অনলাইনে শুনানি করার অনুমতি দেওয়ারও আবেদন জানিয়েছে কমিশন। সে ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার আপডেট করার নির্দেশ দেওয়ার কথাও বলা হয়েছে।কমিশনের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, এখনও পর্যন্ত ১,২৬,১৯৪টি আপিলের নিষ্পত্তি হয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ৯৩ শতাংশ ক্ষেত্রে আবেদনকারীরা জয়ী হয়েছেন এবং তাঁদের নাম ফের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অন্যদিকে, ৮,৬৪৯টি আবেদনে আবেদনকারীরা হেরে গিয়েছেন। তাঁদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হবে।হলফনামায় আরও জানানো হয়েছে, এসআইআর প্রক্রিয়ার পর পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ২৭ লক্ষ মানুষের নাম বাদ পড়েছিল। তাঁদের মধ্যে ২২ লক্ষ ২১ হাজার ১১৮ জন আপিল করেছেন। এছাড়া বেসরকারি আবেদনকারী এবং নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে নাম অন্তর্ভুক্তির বিরুদ্ধে দায়ের করা মোট আপিলের সংখ্যা ১৬,১০,৩১১। ফলে দ্রুত শুনানি শেষ করতে ট্রাইব্যুনালের সংখ্যা ও অনলাইন ব্যবস্থার উপরই জোর দিয়েছে কমিশন।

হাউথিদের বিরুদ্ধে হামলার প্রস্তুতি সিদ্ধান্ত বদল ট্রাম্পের

নয়া জামানা ঃ লক্ষ্যবস্তু চিহ্নিত, যুদ্ধবিমানে বোমা তোলার প্রস্তুতিও শুরু হয়েছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে ইয়েমেনে ইরান-সমর্থিত হাউথিদের বিরুদ্ধে বিমান হামলার সিদ্ধান্ত থেকে সরে এল আমেরিকা। মার্কিন সংবাদমাধ্যম দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস-এর প্রতিবেদনের ভিত্তিতে এমনই দাবি করা হয়েছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, ইয়েমেনের লোহিত সাগর উপকূলে হাউথিদের দ্রুত অগ্রগতি এবং কৌশলগত বন্দর ও জলপথের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে উদ্বিগ্ন সৌদি আরব। হাউথিদের মোকাবিলায় ওয়াশিংটনের সামরিক হস্তক্ষেপ চেয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে যোগাযোগ করেন সৌদি যুবরাজ মহম্মদ বিন সালমান। এরপর ট্রাম্প পেন্টাগনকে ইয়েমেনে বিমান হামলার প্রস্তুতির নির্দেশ দিয়েছিলেন বলে সূত্রের দাবি। তবে পরে সেই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করা হয়। কেন শেষ মুহূর্তে সিদ্ধান্ত বদল, তা নিয়ে হোয়াইট হাউসের তরফে স্পষ্ট ব্যাখ্যা মেলেনি।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 21-09-2026 22:39 Page 8

জুনিয়র নির্বাচক কমিটিতে পওয়ারকে ঘিরে জল্পনা

নয়া জামানা ঃ ভারতীয় ক্রিকেটের নির্বাচক কমিটিতে বদলের ইঙ্গিত। জাতীয় দলের প্রধান নির্বাচক অজিত আগরকরের ভবিষ্যৎ নিয়ে জল্পনার মধ্যেই জুনিয়র নির্বাচক কমিটিও ঢেলে সাজানোর পথে বিসিসিআই। সব ঠিক থাকলে ভারতের পরবর্তী প্রধান জুনিয়র নির্বাচক হিসাবে দেখা যেতে পারে প্রাক্তন অফস্পিনার রমেশ পওয়ারকে। তবে সেই দায়িত্ব পাওয়ার আগেই অস্ট্রেলিয়ার অনূর্ধ্ব-১৯ দলের স্পিনার কোচ হিসাবে সাময়িক দায়িত্ব নিয়েছেন তিনি।শনিবার অস্ট্রেলিয়া শিবিরে যোগ দেন পওয়ার। রবিবার রাজকোটের নিরঞ্জন শাহ স্টেডিয়ামে অনুশীলনে উপস্থিত থেকে তরুণ স্পিনারদের পরামর্শ দেন তিনি। বুধবার ভারতের বিরুদ্ধে সিরিজের শেষ যুব ওয়ানডে পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়া দলের সঙ্গে থাকবেন পওয়ার। শুক্রবার প্রথম ম্যাচে ভারত সাত রানে জিতেছে। পরের দু'টি ম্যাচ সোমবার ও বুধবার।নতুন দায়িত্ব প্রসঙ্গে পওয়ার জানান, কয়েক মাস আগে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া তাঁকে তরুণ স্পিনারদের সঙ্গে কাজের প্রস্তাব দিয়েছিল। এর আগেও অস্ট্রেলিয়ার স্পিনারদের কোচিং করানোর অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর।এদিকে বিসিসিআইয়ের জুনিয়র নির্বাচক পদেও আবেদন করেছেন পওয়ার। তবে এখনও তাঁর সাক্ষাৎকার হয়নি। বোর্ড সচিব দেবজিৎ সাইকিয়া জানিয়েছেন, প্রার্থীদের প্রাথমিক বাছাইয়ের পর ক্রিকেট অ্যাডভাইজারি কমিটি সাক্ষাৎকার নেবে এবং ১৫ দিনের মধ্যে প্রক্রিয়া শেষ করার পরিকল্পনা রয়েছে।জুনিয়র নির্বাচক কমিটির পাঁচটি পদে আবেদন চেয়েছে বিসিসিআই। বয়সভিত্তিক দল নির্বাচন, প্রতিভাবান ক্রিকেটারদের পুল তৈরি, ঘরোয়া ও আন্তর্জাতিক ম্যাচ দেখে সম্ভাবনাময়দের চিহ্নিত করা এবং কোচিং শিবির ও বিদেশ সফরের পরিকল্পনাও থাকবে তাঁদের দায়িত্বে।পওয়ারের কোচিং অভিজ্ঞতা বিস্তৃত। নির্বাচক হিসেবে তাঁর অভিজ্ঞতা ও কোচিংয়ের পরিধি তাই এখন বোর্ডের নজরে রয়েছে। ভারতীয় মহিলা দলের কোচ হিসাবে দুদফায় কাজ করেছেন তিনি। পরে জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে বোলিং কোচ ছিলেন এবং ভিভিএস লক্ষ্মণের অধীনেও কাজ করেছেন। গত তিন মরশুম গুজরাটের কোচ ছিলেন পওয়ার। ২০২১ সালের মার্চে তাঁর কোচিংয়েই বিজয় হাজারে ট্রফি জিতেছিল মুম্বই। ভারতীয় দলের হয়ে দু'টি টেস্ট ও ৩১টি ওয়ানডে খেলেছেন তিনি।

পাকিস্তানকে হারিয়ে এশিয়ান গেমসের কোয়ার্টারে ভারতীয় মেয়েরা

নয়া জামানা ঃ গত এশিয়ান গেমসে মহিলাদের ডাবলসে ঐতিহাসিক পদক এসেছিল বাংলার দুই প্যাডলার সুতীর্থা মুখোপাধ্যায় ও ঐহিকা মুখোপাধ্যায়ের হাত ধরে। এবার জাপানের মাটিতে টেবল টেনিসে পদকের সংখ্যা বাড়ানোর লক্ষ্যে নেমেছে ভারত। সেই অভিযানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে মহিলা দল। সোমবার পাকিস্তানকে ৩-০ ব্যবধানে হারিয়ে দলগত ইভেন্টের কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছে পদকের আশা আরও জোরালো করল তারা।গেমসের প্রথম দিন, রবিবার ইন্দোনেশিয়া ও সিঙ্গাপুরকে হারিয়ে দুর্দান্ত শুরু করেছিল ভারতের মেয়েরা। ইন্দোনেশিয়াকে ক্লিন সুইপ করলেও সিঙ্গাপুরের বিরুদ্ধে ৩-২ ব্যবধানে জয় পায় ভারত। সোমবার গ্রুপের পরের টাইয়ে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানের মুখোমুখি হয়ে অবশ্য কোনও সংশয় রাখেননি ভারতীয় প্যাডলাররা।প্রথম ম্যাচে পাকিস্তানের আলিনা খানকে ১১-৩, ১১-৩, ১১-৪ গেমে হারান নৈহাটীর সুতীর্থা। মাত্র ১০ মিনিটেই ম্যাচ শেষ করেন তিনি। দ্বিতীয় ম্যাচে আর এক বাঙালি প্যাডলার সিন্ড্রেলা দাস ১১-৬, ১১-৭, ১১-৫ ব্যবধানে কালসুম খানকে পরাজিত করেন। মাত্র ১৭ বছর বয়সি সিন্ড্রেলার জয়ে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে যায় ভারত।তৃতীয় ম্যাচে ফতিমা খানের বিরুদ্ধে ১১-৪, ১১-৪, ১১-৫ গেমে জয় তুলে নেন সৃজা আকুলা। মাত্র ১১ মিনিটে ম্যাচ জিতে কোয়ার্টার ফাইনাল নিশ্চিত করেন ভারতীয় দলের অধিনায়ক।গত সংস্করণে ঐতিহাসিক ব্রোঞ্জজয়ী ঐহিকা এবার দলে নেই। তাঁর জায়গায় সুযোগ পেয়েছেন সিন্ড্রেলা। দুই বঙ্গকন্যার দাপুটে পারফরম্যান্সেই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সহজ জয় পেল ভারত।এদিকে, পুরুষ দলও সোমবার পাকিস্তানের মুখোমুখি হবে। রবিবার ইন্দোনেশিয়াকে ৩-০ ব্যবধানে হারিয়ে শুরু করলেও পরের টাইয়ে ইরানের কাছে একই ব্যবধানে হেরেছে ভারত। মনুষ শাহ, মানব ঠক্কর ও হরমিত দেশাইকে হারিয়ে ম্যাচ জেতে ইরান। ফলে পরের পর্বে যেতে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে জয় জরুরি ভারতের।

আট বছর পর মোহনবাগানের লিগ জয়, নায়ক সায়ন ব্যানার্জি

নয়া জামানা ঃ দুই হাত দুপাশে মেলে, ডাইনে-বাঁয়ে শরীর দোলাতে দোলাতে সমর্থকদের দিকে দৌড়ে যাচ্ছেন সায়ন ব্যানার্জি। ডানা মেলা পাখির মতো স্বপ্নের উড়ান যেন আকাশ ছুঁতে চায়। তাঁর গোলেই যে আট বছর পর ঘরোয়া লিগে চ্যাম্পিয়ন মোহন বাগান! জোড়া গোলের সুবাদে সাহাল ম্যাচের সেরা হলেও এই জয়ের আসল মালা তো সায়নের গলাতেই। কাজটা কতটা কঠিন ছিল? শিরোপা নির্ণায়ক মিনি ডার্বিতে তিনি মাঠে নামার সময় মোহন বাগান পিছিয়ে ১-২ ব্যবধানে। সাহালের গোলে সমতা ফেরার চার মিনিটের মধ্যে মহমেডানের কফিনে শেষ পেরেকটি পোঁতেন সায়ন। তরুণ উইঙ্গারের দুরন্ত লক্ষ্যভেদে ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ে সবুজ-মেরুন গ্যারারির। তবে দলের সেলিব্রেশনে শামিল হওয়ার সুযোগ পাননি তিনি। আসলে রেলের হয়ে অফিস ম্যাচ খেলতে রাতের বিমানেই চেন্নাইয়ে উড়ে যেতে হয় সায়নকে। এদিন মুঠোফোনে তাঁর প্রতিক্রিয়া, পরিবর্ত হিসাবে যখন মাঠে নামলাম, তখন পিছন ফিরে তাকানোর অবকাশ ছিল না। চাপ নয়, তাগিদই আমায় তাতিয়ে দিয়েছিল। কোনো পরিস্থিতিতে সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইনি।ময়দানে সায়নের কেরিয়ার মাত্র বছর পাঁচেকের। ইতিমধ্যেই কলকাতা লিগ জয়ের হ্যাটট্রিক সেরে ফেললেন তিনি। ইস্ট বেঙ্গলের হয়ে গত দুমরশুমে ট্রফি জয়ের পর এবার সবুজ-মেরুন জার্সিতে চ্যাম্পিয়ন। সায়নের কথায়, যে দলের জার্সিতেই হোক, চ্যাম্পিয়ন হওয়া সব সময় স্পেশাল। তাই বলে আত্মতুষ্টিকে প্রশয় দিই না। আমার কাজ ছন্দ বজায় রাখা। সেই চেষ্টা করি। একটা দল সাফল্য পায় দলগত পারফরম্যান্সে। এবার লক্ষ্য আইএফএ শিল্ড। তারপর আইএসএল। লাল-হলুদ জার্সিতে দেশের সর্বোচ্চ লিগে অভিষেক হলেও সেভাবে ম্যাচ টাইম পাননি। তাই এবার সবুজ-মেরুন জার্সিতে তাঁর সামনে কঠিন পরীক্ষা। তবে সেসব নিয়ে ভাবতে নারাজ সায়ন। তাঁর উক্তি, সিনিয়র দলে নিয়মিত হয়ে ওঠাই আসল লক্ষ্য। সুযোগ পেলে অবশ্যই তা কাজে লাগানোর চেষ্টা থাকবে।এদিকে, রবিবার আইএফএ শিল্ডের প্রস্তুতি শুরু করে দিল মোহন বাগান। ঘরের মাঠে অনুশীলনে হাজির ছিলেন ম্যাকলারেন, আলবার্তো, সুহেলরা। ফিটনেস ট্রেনিংয়ের পর টিম কম্বিনেশনে জোর দেন কোচ পানোস। এরপর ম্যাচ সিচুয়েশনে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে সকল ফুটবলারকেই পরখ করলেন তিনি। উল্লেখ্য, বুধবার শ্রীনিধি ডেকানের বিরুদ্ধে শিল্ডে অভিযান শুরু করবে মোহন বাগান।

এশিয়ান গেমসে হকিতে ভারতের দাপট, একদিনে মেয়েদের-ছেলেদের ৩২ গোল

নয়া জামানা ঃ এশিয়ান গেমস ২০২৬-এ হকি অভিযান শুরু করেই গোলের বন্যা বইয়ে দিল ভারত। এদিন মহিলা হকি দল ১৯-০ গোলে উজবেকিস্তানকে হারানোর পর এদিন পুরুষ দল ১৩-১ গোলে ইন্দোনেশিয়াকে পরাজিত করল। ফলে এক দিনেই ভারতীয় হকির দুই দল মিলে প্রতিপক্ষের জালে পাঠাল ৩২টি গোল।ইন্দোনেশিয়ার বিরুদ্ধে শুরুতে কিছুটা সমস্যায় পড়লেও দ্রুত ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয় ভারত। প্রথম কোয়ার্টারে ইন্দোনেশিয়ার রক্ষণ বেশ কিছুক্ষণ আটকে রাখে ভারতীয় আক্রমণভাগকে। তবে গোলের জন্য বেশি অপেক্ষা করতে হয়নি। শিলানন্দ লাকরা ভারতের হয়ে প্রথম গোল করেন। এরপর ব্যবধান বাড়ান অভিষেক।দ্বিতীয় কোয়ার্টারে আরও আগ্রাসী হয়ে ওঠে ভারত। মাত্র তিন মিনিটের মধ্যে চারটি গোল করে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ কার্যত নিজেদের হাতে নিয়ে নেয় তারা। কোয়ার্টারের শেষ দিকে পেনাল্টি কর্নার থেকে গোল করেন অধিনায়ক হরমনপ্রীত সিং।তৃতীয় কোয়ার্টারে ভারতের ভুলের সুযোগ নিয়ে একটি গোল শোধ করে ইন্দোনেশিয়া। ৩৩ মিনিটে পাওয়া পেনাল্টি কর্নার থেকে গোল করেন আউলিয়া আল আরোধ। দুই দলের সাক্ষাতে এর আগে ভারতের বিরুদ্ধে ৪০ গোল হলেও এই প্রথম ইন্দোনেশিয়ার হয়ে গোল এল।ভারতের হয়ে চারটি গোল করেন দিলপ্রীত সিং। মোট ১৩টি গোলের মধ্যে ১০টি আসে ফিল্ড প্লে থেকে। বিশ্বকাপে ওপেন প্লে থেকে গোল করতে সমস্যায় পড়া ভারতীয় দলের জন্য এই পারফরম্যান্স তাই তাৎপর্যপূর্ণ।মঙ্গলবার পরের ম্যাচে শ্রীলঙ্কার মুখোমুখি হবে ভারত। এশিয়ান গেমসে এখনও অনেক পথ বাকি, তবে দারুণ শুরুর পর পদকের প্রত্যাশা বাড়ছে ভারতীয় শিবিরে।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।